NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সবাই রাজা, সেই সময়ে রাজীব রাজত্বে

বিজেপির মহিলা সদস্যাকে মারধর, অভিযুক্ত প্রধান ৫

কলকাতা ২১ নভেম্বর ২০২৪ ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৬০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.11.2024, Vol.18, Issue No. 160 8 Pages, Price 3.00

মোটের উপর নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন মহারাষ্ট্র-ঝাড়খণ্ডের ভোটগ্রহণ

মুম্বই ও রাঁচি, ২০ নভেম্বর: মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ড উভয় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। বুধবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে ভোট পড়েছে ৫৮.২২ শতাংশ। ঝাড়খণ্ডে ভোটদানের হার ৬৭.৫৯ শতাংশ। মহারাষ্ট্রের শহরাঞ্চলগুলির মধ্যে ভোটদানের হার সবচেয়ে কম মুম্বইয়ে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত সেখানে ভোট পড়েছে ৪৯ শতাংশ। গত বিধানসভা নির্বাচনে মুম্বইয়ে ভোট পড়েছিল ৪৮.৪ শতাংশ। এ বার তার থেকে সামান্য বেশি ভোট পড়ল সেখানে। তবে এ বারও বিকেল ৫টা পর্যন্ত মুম্বই শহরে ভোটদানের হার ৫ শতাংশের নীচেই আটকে রইল।

যদিও ভোটদানের চূড়ান্ত হার প্রকাশ্যে আসা এখনও বাকি। মহারাষ্ট্রে ভোটদানের হার বরাবরই ধারাবাহিক ভাবে কমের দিকেই থাকে। গত চারটি বিধানসভা নির্বাচনে (২০০৪-২০১৯) মহারাষ্ট্রে ভোট পড়েছিল ৬৩ শতাংশ, ৫৯ শতাংশ, ৬৩.৫ শতাংশ এবং ৬১.৫ শতাংশ।

ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে অল্পবিস্তর অভিযোগ ছাড়া মোটের উপর সুষ্ঠুভাবেই মিটেছে দুই রাজ্যের বিধানসভা ভোট। ঝাড়খণ্ডের মধুপুরে ভোটের সময় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে এক প্রিসাইডিং অফিসারের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানায় বিজেপি। পরে ওই ভোটকর্মীকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও প্রশাসন জানিয়েছে, তিনি ভোটদানের জায়গায় খুব কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। যা কমিশনের নিয়ম বিরুদ্ধ। সেই কারণে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একই ছবি মহারাষ্ট্রেও। সেখানেও ছোটখাট কিছু গোলমালের অভিযোগ ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভাবেই মিটেছে ভোটগ্রহণ। ওয়ার্ধা জেলায় শরদ গোষ্ঠীর কর্মী সমর্থকদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। যদিও তা অস্বীকার করেছে বিজেপি। পার্লে বিধানসভাতেও শরদ গোষ্ঠীর এক সমর্থককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সেখানে একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভাঙচুর চলেছে বলেও অভিযোগ।

মহারাষ্ট্রে মোট ২৮৮টি বিধানসভা আসন রয়েছে। বুধবার এক দফাতেই সব আসনে ভোটগ্রহণ হয়। বুধবার ঝাড়খণ্ডে ছিল দ্বিতীয় দফার ভোট। পড়শি রাজ্যে ৮১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৩৮টিতে ভোটগ্রহণ হয়। আগে ১৩ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের বাকি ৪৩ আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে।

বুথফেরত সমীক্ষায় দুই রাজ্যে এগিয়ে এনডিএ

মুম্বই ও রাঁচি, ২০ নভেম্বর: লোকসভা নির্বাচনের ছ'মাসের মাথায় মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা ভোটে আবার জিততে পারে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট। সমীক্ষার সঙ্গে প্রকৃত ফল মেলে না। যদিও এই এক্সিট পোলের ফলাফলগুলিকে একেবারে নিখুঁত ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। সাম্প্রতিক অতীতে

এক নজরে বুধ ফেরত সমীক্ষা

মহারাষ্ট্র (মোট আসন ২৮৮)

	এনডিএ	ইন্ডিয়া	অন্যান্য
চাণক্য	১৫২-১৬০	১৩০-১৩৮	৬-৮
ম্যাট্রিজ	১৫০-১৭০	১১০-১৩০	৮-১০
পিমার্ক	১৩৭-১৫৭	১২৬-১৪৬	২-৮

ঝাড়খণ্ড (মোট আসন ৮১)

	এনডিএ	ইন্ডিয়া	অন্যান্য
চাণক্য	৪৫-৫০	৩৫-৩৮	৩-৫
ম্যাট্রিজ	৪২-৪৭	২৫-৩০	১-৪
পিমার্ক	৩১-৪০	৩৭-৪৭	১-৬

বুধবার মহারাষ্ট্রের ২৮৮ আসনে এক দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে। একই সঙ্গে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট হয়েছে ঝাড়খণ্ডের ৮১টির মধ্যে ৩৮টি বিধানসভা আসনেও। ভোটপর্ব শেষের পর নির্বাচনী বিধি মেনে বিভিন্ন চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে বুথফেরত সমীক্ষার ফল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজেপি জোটের জয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। যদিও ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস বলছে, অনেক সময়ই এমন একাধিকবার দেখা গিয়েছে এক্সিট পোলের ইঙ্গিত একেবারেই মেলেনি। যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ ২০২৪ লোকসভা এবং হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচন। আবার একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে এক্সিট পোলের ফলাফল পুরোপুরি মিলে গিয়েছে। সুতরাং এক্সিট পোলের ফলাফলকে চূড়ান্ত ধরে না নিয়ে 'এক্স্যাক্ট পোলে'র জন্য অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

কাউন্সিলর-পুত্রের গাড়ির ধাক্কায় জখম এক প্রৌঢ়া

গ্রেপ্তারির পর জামিন অভিযুক্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গাড়ির ধাক্কায় প্রৌঢ়াকে জখম করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কলকাতা পুরসভার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শুদ্ধসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিকেলে থানা থেকেই জামিন পেয়ে যান তিনি। দুর্ঘটনায় জখম প্রৌঢ়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বুধবার সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন মিতালির দুই পুত্র। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ শুদ্ধসত্ত্ব গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। বিবেকানন্দ পার্কের কাছে তাঁদের গাড়ির ধাক্কায় এক প্রৌঢ়া জখম হন। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাস্তার এক পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন প্রৌঢ়া। আচমকা তিনি গাড়ির সামনে চলে আসেন। উল্টো দিক থেকে ওই সময়ে আরও একটি গাড়ি আসছিল। দু'টি গাড়ির মাঝে পড়ে তিনি কিছুটা থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। ফলে ঠিক সময়ে সরে যেতে পারেননি। গাড়ির ধাক্কা লাগে তাঁর গায়ে। তিনি রাস্তার উপর পড়ে যান। গাড়ি থামিয়ে কাউন্সিলরের পুত্রই বেরিয়ে এসেছিলেন। প্রৌঢ়াকে উদ্ধার করে তিনি হাসপাতালে পৌঁছে দেন এবং সেখানে তাঁকে ভর্তি করানো হয়। এর পর কনিষ্ঠ পুত্রকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁকে থানায়

নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই প্রৌঢ়ার নাম তারা সাহা। তিনি হালতুর বাসিন্দা।

প্রৌঢ়াকে ধাক্কা মারার অভিযোগে শুদ্ধসত্ত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২৮১, ১২৫বি, ৩২৪ (৪) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছিল। প্রত্যেকটিই জামিনযোগ্য ধারা। ফলে বিকেলের মধ্যে থানা থেকেই তিনি জামিন পেয়ে যান।

মিতালি বলেন, 'আমার দুই ছেলে বিবেকানন্দ পার্কের কাছে চা খেতে গিয়েছিল। ফেরার সময়ে লেক কালীবাড়ির সামনে এই ঘটনা ঘটে। উল্টো দিক থেকেও একটা গাড়ি আসছিল। দুই গাড়ির মাঝে পড়ে বয়স্ক মহিলা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উনি পড়ে যান। আমার ছেলেরাই উদ্ধার করে ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এসএসকেএমে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। বড় ছেলে সেখানেই ছিল সকাল থেকে। ওঁর পরিবারের লোকজনও সহযোগিতা করেছেন। আমার ছেলে ভালো গাড়ি চালাতে পারে। ও কাউকে ধাক্কা দেয়নি। আপাতত জামিনে মুক্তি পেয়েছে।'

'নতুন আকাশ এবং নতুন পৃথিবী দেখবে সম্পর্ক'

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নতুন সম্পর্কের ইঙ্গিত রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্ক বরাবরই অম্লমধুর। নতুন বছরে তাঁদের সমীকরণ কোনদিকে মোড় নেবে, তা নিয়ে আগাম মুখ খুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের কথায়, 'প্রথম বছর আমাদের সম্পর্ক ছিল মিষ্টি ও আলোক উজ্জ্বল। দ্বিতীয় বছর সেই সম্পর্কের আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল।' তৃতীয় বছর এই সম্পর্ক 'নতুন আকাশ, নতুন পৃথিবী' দেখবে বলেই আশা বোসের। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির নিরিখে রাজ্যপালের এহেন মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বোসের আরও দাবি, বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক অনেক ভালো। দেশের মধ্যে এই রাজ্যেই যেন দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পর্কের নজির তৈরি হয়, তার চেষ্টাই তিনি করবেন।

একাধিক ইস্যুতে রাজ্য-রাজভবনের সংঘাত চলছে। তবে প্রথম দিক থেকে পরিস্থিতিটা এরকম ছিল না। বরং রাজ্যপাল আনন্দ বোসকে বাংলা ভাষা শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতেখড়িও হয়েছিল তাঁর। তার পর অবশ্য রাজ্যে নানা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। রাজ্য-রাজ্যপালের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত থেকে তিক্ত হয়েছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা থেকে রাজভবনের কর্মীর শ্লীলতাহানি ইস্যুতে ফাটল ক্রমশ চওড়া হয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে দুজনকে একসঙ্গে এক মঞ্চে দেখা যায়নি। এমন পরিস্থিতিতে সম্পর্কের নতুন দিশা নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের শীর্ষ স্তরে বেশ কিছু রদবদল করা হল বুধবার। দীর্ঘদিন পরে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মুরলিধর শর্মাকে রাজ্য পুলিশে বদলি করা হয়েছে। তিনি ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং অ্যাকাডেমির আইজিপি পদের দায়িত্ব পেয়েছেন। ওই পদে থাকা ডঃ প্রণব কুমারকে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার করা হয়েছে। হাওড়া গ্রামীণ জেলার নতুন পুলিশ সুপার হচ্ছেন সুবিমল পাল তিনি ছিলেন হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল। হাওড়া গ্রামীণ-এর বর্তমান পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়াকে সাইবার সুরক্ষা বিভাগের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সাউথ বিশ্বজিৎ মাহাতো ডিসি সেন্ট্রাল পদে এসেছেন। সুরিন্দর সিং হয়েছেন হাওড়া পুলিশ কমিশনারের নতুন ডিসি সাউথ।

পার্থ-সহ পাঁচ জনের জামিন মামলা যাচ্ছে তৃতীয় বেঞ্চে

বিচারপতিদের ভিন্নমত

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুই বিচারপতি। দুই মত। এক জন সকলের জামিন মঞ্জুর করলেন। অন্য জনের নির্দেশে আটকে গেল পাঁচ জনের জামিন। ফলে তাঁদের জামিন মামলা এ বার যাচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চে। কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে বুধবার রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ ন'জনের জামিন মামলার রায় ছিল। দুর্গাপুজোর আগেই শুনানি শেষ হয়েছিল। কিন্তু রায়দান স্থগিত ছিল। মঙ্গলবার দুপুর ১টা নাগাদ সেই মামলায় রায় পড়ে শোনান দুই বিচারপতি। কিন্তু সেই সময় দেখা গেল দুই বিচারপতির ভিন্ন মত। রায় পড়ার শুরুতেই বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই মামলার রায়ের দু'টি ভাগ রয়েছে। তবে ফলাফল একই। তার পরেই বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি সকলেরই অর্থাৎ ন'জনেরই জামিন মঞ্জুর করছেন। কিন্তু বিচারপতি সিংহ রায় ভিন্ন মত দেন। তিনি সকলের জামিন মঞ্জুর করেননি। ন'জনের মধ্যে চার জন; কৌশিক ঘোষ, শেখ আলি ইমাম, সুব্রত সামন্ত রায় এবং চন্দন মণ্ডলের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারপতি সিংহ রায়। কিন্তু তিনি বাকি পাঁচ জন অর্থাৎ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, অশোক সাহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় এবং শান্তিপ্রসাদ সিন্‌হার জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। কৌশিক-সহ চার জনের জামিন নিয়ে দুই বিচারপতিই একমত হন। কিন্তু পার্থদের নিয়ে তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করায় কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি সিংহ রায় জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করার কারণেই এই মামলা তৃতীয় বেঞ্চে গেল। তবে কার সিঙ্গল বেঞ্চে এই মামলার রায় চূড়ান্ত হবে, তা ঠিক করবেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ; এই চার মামলায় বিভিন্ন সময়ে গ্রেপ্তার হন ওই ন'জন। তার মধ্যে গ্রুপ সি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন পার্থ, সুবীরেশ, অশোক, শান্তিপ্রসাদ, চন্দন। গ্রুপ ডি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন শুধুমাত্র সুব্রত। তবে পার্থ এবং চন্দন ছাড়া নবম-দশম শ্রেণির মামলায় সাত জনকেই গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির মামলায় শুধু গ্রেপ্তার হয়েছিলেন শান্তিপ্রসাদ।

গায়ানা সফরে মোদি

■ ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো-তে জি২০ শীর্ষ বৈঠক শেষে বুধবার গায়ানা পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এটিই তাঁর তিন দিনের সফরের অন্তিম পর্যায়। সেখানে দু'দিন কাটিয়ে শুক্রবার দেশের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। ইতিমধ্যে গায়ানা ও বার্বাডোজ প্রশাসন ঘোষণা করেছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তাদের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান প্রদান করা হবে।

দলিত মহিলার নগ্ন দেহ উদ্ধার

■ এক দলিত মহিলার নগ্ন দেহ উদ্ধার হল উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীতে। পরিবারের দাবি, মহিলাকে খুনের আগে ধর্ষণ করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাদের আরও অভিযোগ, বিজেপিকে সমর্থন করার কথা প্রকাশ্যে বলেছিলেন বলেই মহিলাকে রাজনৈতিক কারণে খুন করা হয়েছে। বুধবার সকালে কারহাল এলাকায় একটি সেতুর পাশে বস্তার ভিতরে দলা পাকানো অবস্থায় মহিলার দেহ উদ্ধার হয়।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

দিল্লিতে নয়া বিধি

■ দিল্লির হাওয়া খারাপ। মাত্রাছাড়া দূষণ ঘুম কেড়েছে প্রশাসনের। কোথাও কোথাও বাতাসের গুণমান সূচক ৫০০ ছুঁয়ে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি কর্মীদের একটা অংশকে বাড়ি থেকে কাজ (ওয়ার্ক ফ্রম হোম) করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি সরকার। ৫০ শতাংশ সরকারি কর্মচারী প্রতি দিন বাড়ি থেকে কাজ করবেন। বুধবার থেকেই বলবৎ হয়েছে নয়া নিয়ম।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

পাক সেনাছাউনিতে আত্মঘাতী হানায় মৃত ১২ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইসলামাবাদ, ২০ নভেম্বর: পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোয়ায় জঙ্গি হানায় মৃত্যু হয়েছে ১২ পাকিস্তানি সেনার। হামলাটি হয়েছিল মঙ্গলবার রাতে। তবে শুরুতে পাকিস্তানি সেনা বা সরকারের তরফে এই হামলার বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। বুধবার সে দেশের সেনার তরফে এক বিবৃতিতে হামলার কথা জানানো হয়। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে,

খাইবার-পাখতুনখোয়ায় একটি সেনাছাউনিতে আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা। বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি ধাক্কা মারে সেনাছাউনির দেওয়ালে। তাতে সেনাছাউনি এবং আশপাশের অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১২ জন পাকিস্তানি সেনার। পাকিস্তান সেনা আরও জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ওই হামলার পরে পাল্টা জবাব দেন জওয়ানেরাও। দু'পক্ষের সংঘর্ষে ছ'জন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। জঙ্গিদের খোঁজে এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পাক সেনা। তবে এই হামলার নেপথ্যে কারা জড়িত, সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি পাকিস্তান সেনা। যদিও 'গুল বাহাদুর গ্রুপ' নামে এক জঙ্গিগোষ্ঠী ওই হামলার দায়স্বীকার করেছে। উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের খাইবার- পাখতুনখোয়া প্রদেশে তেহরিক-ই- তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এবং 'গুল বাহাদুর গ্রুপ' জঙ্গিগোষ্ঠী সম্প্রতি একাধিক হামলা চালিয়েছে। 'গুল বাহাদুর গ্রুপ'-এর প্রধান হাফিজ গুল বাহাদুর একদা টিটিপিতে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে টিটিপিতে মেহসুদ জনগোষ্ঠীর আধিপত্যের প্রতিবাদ করে উঠমানজাই ওয়াজিরি সম্প্রদায়ের নেতা হাফিজ নতুন সংগঠন তৈরি করেন। অক্টোবরের শেষের দিকে খাইবার-পাখতুনখোয়ায় টিটিপির হামলায় পাক আধাসেনা ফ্রন্টিয়ার কোর বাহিনীর অন্তত ১০ জন সেনার মৃত্যু হয়েছিল। নভেম্বরেই পাকিস্তানের বালুচিস্তানের কোয়েটা রেলস্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল। ওই হামলার নেপথ্যেও আত্মঘাতী বিস্ফোরণের তত্ত্বই উঠে এসেছে। বিস্ফোরণে অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত হয়েছিলেন আরও অনেকে। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছিল, ওই হামলাতেও মৃতদের মধ্যে ১৪ জন পাকিস্তানি সৈনিক ছিলেন।

রাজ্যে উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের প্রস্তুতি চরমে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী শনিবার রাজ্যের ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে। ঝাড়খণ্ড এবং মহারাষ্ট্র বিধানসভার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের এই আসনগুলির উপনির্বাচনের ভোট গণনা হবে। সকাল আটটা থেকে গণনা শুরু হবে। প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গোনার কাজ শুরু হবে তারপর একে একে ইভিএমের গণনা শুরু হবে। কমিশন জানিয়েছে, দুপুর একটার মধ্যেই সিংহভাগ ফলাফল হয়ে যাবে। তবে ফলাফল সম্পূর্ণ ঘোষণা হতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবে। গণনা এবং ফলপ্রকাশের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। ভোটের মতো গণনা কেন্দ্রেও কঠোর নিরাপত্তা রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে দিনহাটা কলেজে। সেখানে ২৮ টি টেবিলে ১২ রাউন্ড ভোট গণনা হবে। মাদারিহাট কেন্দ্রের গণনা হবে আলিপুরদুয়ার ইনডোর স্টেডিয়ামে। সেখানে ২৮ টি গণনা টেবিলে ৯ রাউন্ড ভোট গণনা হবে। নৈহাটি বিধানসভার উপনির্বাচনের ভোট গণনা হবে বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে। সেখানে দুটি গণনা কক্ষে মোট ২৭ টি টেবিলে ১০ রাউন্ড ভোট গণনা করা হবে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের গণনা কেন্দ্র হাড়োয়া পিজি স্কুল। সেখানে কুড়িটি গণনা টেবিলে ১৪ রাউন্ড ভোট গণনা হবে। মেদিনীপুর কলেজে ওই কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে। এখানে গণনা টেবিলের সংখ্যা ১৮টি। মোট ১৭ রাউন্ড ভোট গণনার পর চূড়ান্ত ফল জানানো হবে। বাঁকুড়ার তালডাংরা বিধানসভার উপনির্বাচনের ভোট গণনা হবে সিমলাপাল মদনমোহন হাই স্কুলের সেখানে ২৪টি গণনা টেবিলের ১১ নং ভোট গণনা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১৮/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে Prabir Kumar Das S/o. Kartick Chandra Das ও Prabir Das S/o. Lt. K. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৮/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫১৪৪ নং এফিডেভিট বলে Sk. Mehboob Ali S/o. Sk. Jahur Ali ও Mehboobali Shaikh S/o. Joharali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২৪৩ নং এফিডেভিট বলে Lakshminarayan Sadhukhan S/o. Banamali Sadhukhan ও Laxmi Narayan Sadhukhan S/o. B. Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২০/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৩ নং এফিডেভিট বলে Mahammad Yousuf Karikar S/o. Md. Younus Karikar ও Md Usuf S/o. Md. Unus সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Atanu Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Aloke De ও Aloke Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৯/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২৩৮ নং এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Banerjee S/o. Nirmal Chandra Banerjee ও Tapan Kr. Banerjee S/o. M. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৮/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫১৪৫ নং এফিডেভিট বলে Susanta Das S/o. Netai Das ও Sushanta Das S/o. N. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৪/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫০৭৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Ajam Mallick & Ajam Mallik ও আমার পিতা Abu Hossain Mallick & Abu Hassen Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০১/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২২ নং এফিডেভিট বলে Shyamal Bhattacharyya S/o. Lal Mohan Bhattacharyya ও Shyamal Bhattacherjee S/o. L. M. Bhattacherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০১/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Nemai Ghosh & Nimai Ch. Ghosh ও আমার পিতা Kalipada Ghosh, Kalipado Ghosh & K. P. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Tanmoy Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tapas Kumar Mukherjee ও T. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৬৭৪ নং এফিডেভিট বলে Dinesh Kumar Sharma S/o. Mahendra Sharma ও Dinesh Sharma S/o. M. Sharma, Late Mahendra Sharma, Mahendra Kumar Sharma সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে নভেম্বর, ৫ ই অগ্রহায়ণ। বৃহঃ বার। কৃষ্ণপক্ষ ষষ্ঠী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টত্তরী চন্দ্র র দশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি শনি কাল। মৃতে পাদ দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি। আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(শ্রীশ্রী ঠাকুর সীতারাম দাস ওঙ্কার নাথের শুভ তিরোধান দিবস। বিজ্ঞানী সি ভি রমনের প্রয়াণ দিবস। সৎসঙ্গ ধর্মীয় উৎসব।)

নাম পরিবর্তন
আমি, **সরোজ দেবী কাবরা**, পিতা প্রয়াত মেঘ রাজ রথী, স্বামী প্রয়াত মহাবীর প্রসাদ কাবরা, সাকিন এস ডি টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ২ ডিডিডি, ২য় তল, ব্লক -কে, এএ-১০১, প্রফুল্ল কানন পশ্চিম, কৃষ্ণপুর, কলকাতা : ৭০০১০১, মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা সমীপে ১৮.১১.২০২৪ তারিখে হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি যে আমার নাম **সরোজ কাবরা** থেকে **সরোজ দেবী কাবরা**য় পরিবর্তিত হয়েছে। **সরোজ কাবরা** এবং **সরোজ দেবী কাবরা** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

হারানো প্রাপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার প্রদত্ত একটি দানপত্র দলিল যাহার নং ০৩৬২৪/১৯৯২ আমার বাবা নিমাই রায়-এর অনুকুলে প্রদান করা হয়েছিল। উক্ত দলিলখানি ২৫/১০/২০২৪ তারিখে আনুমানিক সকাল ১০ টার সময় পিনকল মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়। তার জন্য আমি ২৮/১০/২০২৪ তারিখে নোয়াপাড়া থানায় একটি মিসিং ডায়েরী করি যার নং ১৪৮৫। উক্ত দলিলখানি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নক্তো ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
শ্রী সুকান্ত রায়, মিলন সংঘ, দেশবন্ধু নগর গাড়ুলিয়া, থানা-নোয়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১৩৩।

বিজ্ঞপ্তি
In the Court of Ld. District Deligate, Haldia, Purba Medinipur
J. Misc (Succession) Case No. 7/23.
এতদ্বারা সর্বসাধারন কে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী মানসী মান্না, স্বামী- শ্রী বাপ্পাদিত্য মান্না, সাং- নরসিংহপুর, পোঃ- আশদতল্যা, থানা-নন্দীগ্রাম, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর দরখাস্তকারিনী হইয়া শ্রী বাপ্পাদিত্য মান্না পিতা- উৎপল মান্না, সাং- নরসিংহপুর, পোঃ- অশদতলা, থানা- নন্দীগ্রাম, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীল বর্নিত টাকা সহ সুদ উঠাইবার কারনে Succession Certificate পাইবার জন্য উক্ত আদালতে উক্ত নং মোকর্দ্দমা করিয়াছে।
ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া উক্ত মোকর্দ্দমায় আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় একতরফা মতে শুনানী হইবে।
তপশীল বর্ণিত টাকার বিবরন
মৃত শুভদীপ মান্না, পিতা- বাপ্পাদিত্য মান্না LICI কন্টাই ব্রাঞ্চ অফিসে যাহার Policy No. 403823466. Rs. 3,00,000 টাকা ও আদায় কালতক সুদ।
অদ্য সন ২০২৪ সালের ২০/০৯ তারিখের আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।
অনুমত্যানুসারে
শ্রী দিব্যেন্দু মন্ডল
সেরেস্তাদার
হলদিয়া ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর
২০-০৯-২০২৪

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা
১) শ্রীমত্যা হিরন্ময়ী পাল, ২) শ্রী প্রনব কুমার পাল, ৩) শ্রী সনৎ কুমার পাল, ৪) শ্রী অমল কুমার পাল, ৫) শ্রীমতী স্বপ্না নন্দী, ৬) শ্রী তপন পাল, ৭) শ্রীমত্যা সান্ত্বনা নন্দী, ৮) শ্রীমত্যা ঝর্ণা পাল, ৯) শ্রী অরিন্দম পাল, ১০) আল্পনা পাল, ১১) শ্রীমতী কল্পনা ব্যানার্জ্জী, ১২) শ্রীমতী অঞ্জনা দাস, ১৩) শ্রী শিবশঙ্কর পাল, ১৪) শ্রী হাবুল পাল, ১৫) শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র পাল, ১৬) শ্রী বিষ্টুপদ পাল, ১৭) শ্রী মহাদেব পাল, ১৮) শ্রী মানিক পাল, ১৯) শ্রীমত্যা লীলাবতী নন্দী, ২০) শ্রীমতী রীতা নন্দী ওরফে রীতা রানী নন্দী, ২১) শ্রীমতী মিতা নন্দী ওরফে মিতা রানী পাল, ২২) শ্রী অরুন পাল, ২৩) শ্রী রাজকুমার পাল, ২৪) শ্রীমত্যা মানসী দে, ২৫) শ্রীমত্যা কমলা পাল, ২৬) শ্রীমতী অমৃতা পাল, ২৭) শ্রী সুনীল কুমার নন্দী, ২৮) শ্রীমতী রুপা দে চৌধুরী,২৯) শ্রীমত্যা ঝুমা শেঠ, ৩০) শ্রী গৌতম পাল, ৩১) শ্রী দেবাশিষ পাল, ৩২) শ্রীমতী মৃদুলা পাল বিগত ইং- 04/09/2021 তারিখে হুগলী ডি. এস. আর-II অফিসে I-5728/21 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী গোপাল সরকার** পিতা মৃত নরেশ চন্দ্র সরকার সাকিম খামারপাড়া বকুলতলা নিউ কলোনী, পোঃ- বাঁশবেড়িয়া, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী- 712502) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি শ্রী গোপাল সরকার এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 11465/2023 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী পুষ্পা সিং** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার সিং,সাকিম ডানলপ নিউ স্টাফ কোয়ার্টার নং ১০৭ পোঃ- সাহাগঞ্জ, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712104 মহাশয়কে (4729) দাগে ০১ কাঠা ১২ ছটাক ৩১ বর্গফুট বিক্রয় করি।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, জে. এল. নং - 7, হাল এল. আর 167, 218, 238, 434, 566, 646, 701, 721, 1027, 1087, 1439, 1732, 1957, 1972, 2009, 2012, 2032, 2104, 2170, 2264, 2617, 3178, নং খতিয়ানে, হাল 4729 দাগে বাগান জমি ১০ কাঠা ৮ ছটাক ৯ বর্গফুট আমমোক্তাকৃত সম্পত্তি হইতেছে, তন্মধ্যে 4729 দাগে ১ কাঠা ১২ ছটাক ৩১ বর্গফুট 11465/2023 নং দলিল মূলে শ্রীমতী পুষ্পা সিং মহাশয়াকে বিক্রয় করি। উল্লেখ থাকে যে, উক্ত **শ্রীমতী পুষ্পা সিং** মহাশয়া বর্তমানে চুঁচুড়া - মগরা ব্লকের বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও অফিসে উক্ত খরিদা জমি নিজ নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।
ইতি-**শ্রী গোপাল সরকার**
আমমোক্তার

IN THE DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, CHINSURAH, HOOGHLY
NNICE Building, Ground Floor, Joraghat, P.O.- Chinsurah, District-Hooghly, PIN-712101, State- West Bengal.
REF: EXECUTION CASE NO. EA/32/2023
Lakshmi Dhar.......Complainant
-Versus-
Uma Telecom Service and 2 Ors.......Opposite Parties
NOTICE THROUGH PUBLICATION
To,
Motorola Mobilty India Pvt. Ltd. Head Office at 12TH Floor,Tower D, DLF, Cyber City, Gurgaon-122002....**opposite Party No.2**
AND
Motorola Mobile Authorized Service Ltd. G.T. Road, Belting Bazar, Serampore, P.S. Serampore, Dist-Hooghly, Pin-712203.....**opposite Party No.3**
Whereas, the above named Complainant has instituted the above noted Complaint against you under section u/s-71 & 72 of the Consumer Protection Act.
You are hereby directed to appear before this Commission on the **9th day of December, 2024 at 10.30 o'clock** in the Forenoon personally or through a duly authorized counsel of the Court to answer why the relief(s) claimed by the Complainant against you should not be granted failing which the Commission will proceed ex-parte against you.
Given under my hand and the seal of the Ld. District Consumer Disputes Redressal Commission, Chinsurah, Hooghly, West Bengal on the 24th day of September, 2024.
Seal of the commission
Sd/- Registrar
District Consumer Disputes Redressal Commission, Hooghly
NNICE Building (Gr. Floor)
Chinsurah, Pin-712101

NOTICE
Notice is hereby given to all concerned that my clients have instructed us to investigate title of Tata Motors Limited (earlier known as Tata Engineering and Locomotive Company Limited) to Flat No. 4B admeasuring 3,500 square feet super built up area, 4th Floor of building known as Regent Towers, situated on land known as Premises No. 19B, Richie Road (now known as Pankaj Mallick Sarani), Kolkata-700019, along with 2 covered car parking spaces being Nos. 4BI and 4B2 in the basement of the building, So, I am hereby publishing this notice. Any person/company/institution having any share, right, title, interest, tenancy, mortgage, charge, agreement or any other claim concerning the above said property or any part thereof is requested to notify the undersigned with supporting authentic documentary evidence within 15 days from the publication of this advertisement, where after the same shall be deemed to have been waived and no further claim shall be entertained.
Sd/-
Dulal Chand Charan
Advocate
24, Surya Sen Purba Palli
Kolkata-700082
Mobile No. 98313 05676, 90072 96216

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, জেলা জজ আদালত, তমলুক
২নং প্রবেট মোকর্দ্দমা / ২০২১
শ্রী সন্দীপ মাইতি ------------ দরখাস্তকারী
বনাম
শ্রীমত্যা খুকুরানী মাইতি দীং --- প্রতিপক্ষগন
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীল বর্ণিত ভূমি সম্বন্ধে দরখাস্তকারী তাহার পিতা ৺**শ্যামল কুমার মাইতি** কর্তৃক ইং ০২.০৮.২০১০ তারিখের সম্পাদিত উইল প্রবেট পাইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে দরখাস্ত করিয়াছে। এ বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং বা উকিল বাবুর মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
তপশীল
(যাহা সন্দীপ মাইতি প্রাপ্ত হইবে)
জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- ভবানীপুর, মৌজা- চকদ্বীপা, জে. এল. নং ১৫৩, খতিয়ান নং ১২৪০/১
৪৪৭ দাগে জল ৬১ ডেঃ মধ্যে ২৭ ডেঃ
৮০৯ দাগে কালা ১২ ডেঃ মধ্যে ০২ ডেঃ
১০১৯ দাগে জল ০.১০ ডেঃ মধ্যে ০.১০ ডেঃ
১০২১ দাগে জল ০.২৪ ডেঃ মধ্যে ০.২৪ ডেঃ
১০২২ দাগ জল ০.১৮ ডেঃ মধ্যে ০.১৮ ডেঃ
১০৪৫ দাগে বাস্তু ০.০৩ ডেঃ মধ্যে ০.০৩ ডেঃ
১২৮১ দাগে মন্দির ০.০৩ ডেঃ মধ্যে ০.০১ ডেঃ
১৪৮৩ দাগে ডোবা ০.০৮ ডেঃ মধ্যে ০.০৮ ডেঃ
১৪৮৪ দাগে বাঁশবাগান ০.০২ ডেঃ মধ্যে ০.০২ ডেঃ
১৪৮৫ দাগে কালা ০.১৫ ডেঃ মধ্যে ০.১৫ ডেঃ
১৪৮৬ দাগে কালা ০.১৪ ডেঃ মধ্যে ০.১১ ডেঃ
১৪৮৭ দাগে কালা ০.১১ ডেঃ মধ্যে ০.১১ ডেঃ
১৪৮৮ দাগে পুকুর ০.০৮ ডেঃ মধ্যে ০.০৮ ডেঃ
১৪৮৯ দাগে পুকুর ০.১১ ডেঃ মধ্যে ০.১১ ডেঃ
১৪৯০ দাগে কালা ০.০৪ ডেঃ মধ্যে ০.০৪ ডেঃ
১৪৯১ দাগে বাস্তু ০.০৩ ডেঃ মধ্যে ০.০৩ ডেঃ
১৪৯২ দাগে বাস্তু ০.০২ ডেঃ মধ্যে ০.০২ ডেঃ
১০৪৫/৩৭৯৬ দাগে পথ/কুলি ০৩ ডেঃ মধ্যে ০.৩ ডেঃ
অনুমত্যানুসারে
অনিমেষ ভৌমিক (সেরেস্তাদার)
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জজ আদালত, তমলুক
অদ্য সন ইং ০৪/০৭/২৪ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।
Bench Clerk
Addl. Dist. & Sessions Judge, Haldia, Purba Medinipur.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত
Other Suit No. ৪/২০১৮ সাল
প্রতুল আঢ্য....দরখাস্তকারী
বনাম
তপন আঢ্য .....প্রতিপক্ষ
এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত বিবিগঞ্জ মৌজা দীং এর ছোটবাজার সার্কিনের সর্বর্বসাধারন অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে উক্ত সাকিনের **মৃত সুধীর চন্দ্র আঢ্যর** সম্পাদিত গত ইং ১৯৭৫ সালের ১লা জুন তাং এর করিয়া দেওয়া **প্রতুল আঢ্যর** নামিত উইলের প্রবেট পাওন জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালতে Other Suit No. 4/2018 নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত Other Suit No.4/2018 নং মোকর্দ্দমার দিন **১০ই ফেব্রুয়ারী,২০২৫** তাং ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত Other Suit No. 4/2018 নং মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার/ আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত তারিখ সকাল ১০টা ৩০মিনিট এ আপনি স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবুগনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।
তপশীল সম্পত্তির বিবরন
১) জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর মৌজা- বিবিগঞ্জ, জে.এল. নং ১৮০, আর.এস. খতিয়ান নং ১৬৭২,

আর.এস দাগ নং ৯১৮	০.০২০০ একর
আর.এস দাগ নং ৯১৯	০.০১০০ একর
আর.এস দাগ নং ৯২০	০.০৩০০ একর
আর.এস দাগ নং ৯২২/২০১২	০.০৩০০ একর
আর.এস দাগ নং ৯১২	০.০৩০০ একর
মোট =	০.১২০০ একর।

২) জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর, মৌজা- নবিনাবাগ বড়বাজার, জে.এল নং ১৮৫, আর.এস. খতিয়ান নং ২৩২, আর.এস. দাগ নং ১০২০ পরিমান ০.০১০০ একর তদুপরিস্থ একটি পুরাতন পাকা স্টেশনারী দোকান যাহার নাম 'আমাদের দোকান'। ইতি- অনুমত্যানুসারে
বিভাস মন্ডল (সেরেস্তাদার)
ডিঃ জজ আদালত পশ্চিম মেদিনীপুর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নন্দীগ্রামে গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে মহেশপুর সমবায় সমিতি'র নির্বাচনে ১২টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে এবং বাড় কাণ্ডপশরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি'র নির্বাচনে ১২টি আসনের মধ্যে ৮টি আসনে জয়ী ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থিত সদস্য প্রার্থীদের সংবর্ধনা জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

জিআরএসই হাত ধরে ১৩টি পরিবেশবান্ধব জলযান পাবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের অধীন জাহাজ নির্মাণ সংস্থা গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স বা জিআরএসই রাজ্য সরকারের জন্য পরিবেশ বান্ধব জলযান নির্মাণ করবে। এই মর্মে জিআরএসই-র সঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। জিআরএসই ১৩টি পরিবেশবান্ধব হাইব্রিড ভেসেল নির্মাণ করে রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেবে। ব্যাটারি চালিত এই ভেসেলে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশেই কম হবে। ১৩টির মধ্যে ৬টি ভেসেল ৩০মিটার লম্বা এবং প্রায় ১০মিটার চওড়া হবে। সেখানে ২০০জন যাত্রী চলাচল করতে পারবে এবং দু'টি ডেক থাকবে। এর মধ্যে একটি ডেক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে। এই ছটি ভেসেল নির্মাণে প্রায় ১২৬ কোটি টাকা খরচ হবে। বাকি সাতটি ভেসেলে ১০০জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা থাকবে এবং সেগুলি ২৫মিটার লম্বা ও ৮মিটার চওড়া হবে। এগুলি নির্মাণে প্রায় ১০০কোটি টাকা খরচ হবে। ভেসেলগুলি

যেকোনও আবহাওয়ায় চলতে সক্ষম বলে জিআরএসই সূত্রে জানা গেছে।

পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে কলকাতা ও হাওড়ার ব্যস্ত রোড গুলিতেই এই পরিবেশবান্ধব ভেসেল চলবে। যেই যেই ফেরিঘাট থেকে ভেসেলগুলি ছাড়বে সেখানেই চার্জিং স্টেশন তৈরি করা হবে। গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স এই চার্জিং স্টেশনও তৈরি করবে। প্রথমে কলকাতার বাবুঘাট থেকে হাওড়ার মধ্যে এই ভেসেল পরিষেবা চালু করা হবে। পরবর্তীতে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়েও এই পরিষেবা চালু করা হবে বলে দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

চলতি বছরে রাজ্যে ডেঙ্গু সংক্রমণ ২০ হাজার উর্ধ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি বছরে রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ২০ হাজার পার করল। ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ভাইরাসঘটিত এই অসুখে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার ২২৭ জন। এর মধ্যে সরকারি হাসপাতালে টেস্ট করানোর পর ডেঙ্গু রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ১৮ হাজার ১৩৩ জনের এবং বেসরকারি হাসপাতাল ও ল্যাব থেকে ডেঙ্গু টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ৫ হাজার ৯৪ জনের। মরশুমের শুরুর মতো শেষ পর্বেও ডেঙ্গু সংক্রমণের সংখ্যার নিরিখে রাজ্যে শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ।

সেখানে এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। বর্তমানে মুর্শিদাবাদে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ২৯জন রোগী। তাদেরকে ভর্তি করা হয়েছেন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চলছে চিকিৎসা। জানা গিয়েছে, আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গত ২৪ ঘণ্টায় মুর্শিদাবাদে দু'জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি একজন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

রাজ্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিগত তিন বছরে রাজ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির পরিমাণ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা আজ ২১০০ মেগাওয়াটে গিয়ে পৌঁছেছে। বুধবার কলকাতায় সিআইআই ইস্টার্ন রিজিয়ন আয়োজিত এনার্জি কনক্লেভ ২০২৪-এ এমনটাই জানালেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ গুলাম রব্বানি। সম্মেলনের থিম ছিল, 'শক্তি দক্ষতার মাধ্যমে পূর্ব ভারতের নিম্ন-কার্বন রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা।' এই কনক্লেভের মূল বিষয় ছিল 'শক্তি-নির্ভরতার মধ্য দিয়ে পূর্ব ভারতের কার্বন নিঃসরণ কমানো'। জীবাশ্ম থেকে নন-ফসিল জ্বালানি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে শক্তি সঞ্চারণের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'সবুজ ভবিষ্যতের জন্য রাজ্যের অঙ্গীকার এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের জন্য ভারতের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।' এর পাশাপাশি 'সোলার রুফ টপস' উদ্যোগের মতো প্রকল্পগুলি রয়েছে, যা সোলার রুফ টপসে ১৫০ মেগাওয়াটের সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা স্থাপন করতে সক্ষম করেছে, শহর ও গ্রামীণ পরিবারগুলিতে পরিচ্ছন্ন ও সুলভ শক্তি সরবরাহ করেছে। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গ গ্রিন এনার্জি করিডর প্রকল্প রাজ্য গ্রিডে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির নিরবচ্ছিন্ন সংহতির পথ সুগম করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বরুণ কুমার রায়, ৯০-এর দশকে সুন্দরবনের মধ্যে চালু হওয়া ক্ষুদ্র গ্রিড উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন।

ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে শিল্প সমাধান কর্মসূচির ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছরের প্রস্তাবিত বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আগে ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে আগামী মাসে রাজ্য জুড়ে শিল্পের সমাধানে নামে কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি ব্লক এবং পুর এলাকায় শিবিরের আয়োজন করা হবে। সেখানে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করা যাবে। একইসঙ্গে ওই সব শিবির থেকে এই সমস্ত প্রকল্প সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানও করা হবে। সম্প্রতি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এই কর্মসূচি নিয়ে ক্ষুদ্রশিল্প সচিব রাজেশ পান্ডে সহ দফতরের কর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। স্থির হয়েছে প্রতি ব্লকে এই কর্মসূচির আয়োজন করার পর কলকাতায় একটি রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তবে রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠানটি কবে হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ এবং ৬ তারিখে দু'দিনের বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসবে রাজ্যে। আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে 'ই ডুইং বিজনেস' এর কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুখ্য সচিবের তরফ থেকে।

মুখ্য সচিবকে চিঠি সিনিয়র চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে চেয়ে সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র চিকিৎসকরা রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছেন। মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ কে লেখা চিঠিতে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা-সহ হাসপাতালগুলিতে রাজ্য সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কাজের অগ্রগতি কতটা তা নিয়ে আলোচনার জন্য চিকিৎসকরা সময় চেয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই চিঠি নিয়ে বলতে গিয়ে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের যৌথ আহ্বায়ক পুণ্যব্রত গুণ এদিন ইটিভি ভারতকে বলেন, 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানাচ্ছিল, ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলের যে অনিয়মগুলো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক । মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার মানস চক্রবর্তীর চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে ২০১৯ সালে। এরপর একবার ছয় মাসের জন্য তাঁর চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, এরপর কোনও ধরনের কোনও মেয়াদ বৃদ্ধি ছাড়াই এখনও পর্যন্ত রেজিস্ট্রার হিসাবে তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।' উল্লেখ্য, বুধবার নড়েচড়ে বসে স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্য মেডিক্যাল রেজিস্ট্রার পদে মানস চক্রবর্তীকে অপসারণের নির্দেশ দেয় স্বাস্থ্য ভবন।

কেন্দ্রীয় ষোড়শ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধি দল আসবেন রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কর রাজস্ব ভাগাভাগির হার, প্রাথমিক চিকিৎসা, পানীয় জল খাতে অর্থ বরাদ্দ সহ বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে কেন্দ্রের ষোড়শ অর্থ কমিশনের সদস্যরা রাজ্যে আসছেন। আগামী মাসের শুরুতেই কমিশনের প্রতিনিধিরা রাজ্যে এসে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অর্থ সচিব প্রভাত মিশ্রর সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন রাজ্যের জন্যে যে অর্থ বরাদ্দ করেছিল তার খরচ নিয়েও তাদের মধ্যে কথা হতে পারে। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকার নীতি আয়োগের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগারিয়ার নেতৃত্বে মোট ৫ সদস্যর যে ষোড়শ অর্থ কমিশন গঠন করেছে আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে সেই কমিশনকে সুপারিশ পেশ করার কথা বলা হয়েছে। ২০২৬-২৭ থেকে তাদের সুপারিশ কার্যকরী করা হবে।

খাদ্য খাতে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি ও স্মার্ট সমাধান প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতি বছরের মতো এবছরও ২১তম আন্তর্জাতিক ফুডটেক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্ব বাংলা মিলন মেলা কমপ্লেক্সে। পূর্ব ভারতের প্রিমিয়ার বিজনেস টু বিজনেস (বি ২ বি) অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বেকারি, মিষ্টি ও নমকিন, দুগ্ধ পণ্য, আইসক্রিম এবং আতিথেয়তা শিল্পকে তুলে ধরা হবে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত আগামী ২৯ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই প্রদর্শনী। ২১তম আন্তর্জাতিক ফুডটেকের কলকাতার প্রধান আয়োজক জাকির হোসেন বলেন, 'ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্র বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম। ভারত সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র উদ্যোগের মূল কেন্দ্রবিন্দু। ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং আতিথেয়তা শিল্প অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং এতে নানা ধরণের পণ্য এবং উদ্ভাবন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২১ নভেম্বর ২০২৪, ৫ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার

রেজিস্ট্রার পদ থেকে মানস চক্রবর্তীকে অপসারণের নির্দেশ স্বাস্থ্য ভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য মেডিক্যাল রেজিস্ট্রার পদে মানস চক্রবর্তীকে অপসারণের নির্দেশ স্বাস্থ্য ভবনের। রেজিস্ট্রার পদে নতুন কাউকে নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়ে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ডা. সুদীপ্ত রায়কে চিঠি লিখলেন স্বাস্থ্যসচিব। চিঠিতে স্বাস্থ্য ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারের যে পুনর্নিয়োগ হয়েছিল তা নিয়ম মেনে হয়নি।

ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারের নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরব ছিল রাজ্যের সমস্ত সরকারি বেসরকারি চিকিৎসক সংগঠন। দেশ তো বটেই, রাজ্যের সর্ববৃহৎ ডাক্তারদের সংগঠন আইএমএ (ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন) থেকেও দফায় দফায় স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি পাঠিয়ে রেজিস্ট্রারের 'পুনর্নিয়োগ' নিয়ে সরব হয়েছিল। এই ইস্যুতেই এবার স্বাস্থ্য ভবন থেকে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলকে চিঠি দিয়ে জানানো হল, ২০১৯ সালে রেজিস্ট্রার পদে মানস চক্রবর্তীর যে 'পুনর্নিয়োগ' হয়েছিল, তা অবৈধ। এরপরই মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতিকে নতুন রেজিস্ট্রার নিয়োগ করতে নির্দেশ দেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ডা. অনিরুদ্ধ নিয়োগী। এই পদক্ষেপের ফলে ২০২১ সালে কাউন্সিলের নির্বাচন পর্ব থেকে শুরু করে সম্প্রতি সন্দীপ ঘোষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল-সহ রেজিস্ট্রারের সই করা একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপ আইনি বৈধতা হারাল। উল্লেখ্য, রেজিস্ট্রারের অপসারণের দাবিতে অন্তত ৫২টি সরকারি চিকিৎসক সংগঠন ২০১৯ সাল থেকে দফায় দফায় অভিযোগ জানিয়েছে। তাদের দাবি ছিল, আইন অনুযায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোনও একজন ব্যক্তিকে এতদিন ধরে রেজিস্ট্রার পদে রাখা যায় না। মানস চক্রবর্তীর নিয়োগ অবৈধ হওয়ার জেরে প্রশ্নের মুখে ২০১৯ সালের পর যে চিকিৎসকরা পাশ করে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পেয়েছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ। কারণ তাঁদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর এসেছে মানস চক্রবর্তীর হাত থেকে। ফলে সেই রেজিস্ট্রেশনের আইনি বৈধতা বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়ল। যদিও রেজিস্ট্রার মানস চক্রবর্তীকে রাখতে পালটা চিঠি পাঠিয়েছেন স্বাস্থ্য কমিশনের সভাপতি ডা. সুদীপ্ত রায়। কিন্তু সেই চিঠিকে গুরুত্ব দিতে রাজি নয় স্বাস্থ্য ভবন। একাধিক তথ্য তুলে ধরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য কমিশনের সংবিধানের বিরোধী এই নিয়োগ।

অন্যদিকে, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য শান্তনু সেনকে পদ থেকে সরাতে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি দিয়েছেন ডা. সুদীপ্ত রায়। চিঠিতে তাঁর অভিযোগ, কারণ না দেখিয়েই রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের শেষ ৩টি বৈঠকে গরহাজির ছিলেন শান্তনু। ৬টি বৈঠকে গরহাজির থাকায় মেডিক্যাল কাউন্সিলের আইন অনুযায়ী ওই পদটি এখন ফাঁকা। স্বাস্থ্য কমিশনের সভাপতির দাবি, শান্তনুর জায়গায় ওই পদে নতুন কাউকে মনোনীত করা হোক।

অর্জুন সিং ও তাঁকে খুনের চক্রান্ত চলছে, দাবি বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অর্জুন সিং এবং তাঁকে খুনের চক্রান্ত চলছে। বুধবার কাঁকিনাড়ার ৯ নম্বর গলিতে নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এমনটাই দাবি করলেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক দাবি করেছেন, সোমনাথ শ্যামকে খুন করার জন্য বিহার থেকে একটা গ্যাঙ হায়ার করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, 'পার্থ ভৌমিক এবং সোমনাথ শ্যাম আগে খুনের চক্রান্ত করেছিল। তাই তাদের মনে খুনের কথা আসছে।' প্রিয়াঙ্গুর অভিযোগ, পার্থ ভৌমিক এবং সোমনাথ শ্যাম মিলে গত ২৮ আগস্ট তাঁকে খুনের চক্রান্ত করেছিল। যদিও তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। প্রিয়াঙ্গুর দাবি, যেহেতু সোমনাথ শ্যামের বিরুদ্ধে এনআইএ তদন্ত চলছে। সেইজন্য উনি একটু চাপে আছেন। তাছাড়া তাঁর ওপর হামলার ঘটনায় আগামীদিনে ওনাকে জেলে যেতে হবে। সেইজন্য ওনারা নতুন করে একটা গল্প সাজিয়েছেন। প্রিয়াঙ্গুর সংযোজন, কাউকে খুন করা বিজেপির কালচার নয়। এটা তৃণমূলের কালচার। কাঁপা-চাকলা থেকে শুরু করে নৈহাটি ও জগদ্দলে খুনের ঘটনা ঘটেছে। ব্যারাকপুর জুড়ে এখন তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল চরমে। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও নিজেদের মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটছে। প্রিয়াঙ্গুর অভিযোগ, শিল্পাঞ্চল জুড়ে এখন দুষ্কৃতীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। দুষ্কৃতীরাই এখন শাসকদলের নেতা। তাঁর দাবি, বিহারে এখন ক্রাইম শেষ। উল্টে বাংলায় দু'দিন অন্তর খুনের ঘটনা ঘটছে। আসলে তৃণমূল আর দুষ্কৃতী এখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। প্রিয়াঙ্গুর আরও দাবি, ব্যারাকপুর তৃণমূল সাংসদের নিয়ন্ত্রণে নেই। তৃণমূল গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার। এখন যা অবস্থা, ব্যারাকপুরের দুষ্কৃতীদের ভাড়া করে অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশকে চালাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। পুলিশ কমিশনারের আগেই তৃণমূল নেতারা সব জেনে যাচ্ছেন। সোমনাথ শ্যামকে খুনের চক্রান্তের অভিযোগ পুরোপুরি তৃণমূলের পরিকল্পনা।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন, তবুও বন্দিদশা ঘুচছে না কুন্তলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের যুবনেতা কুন্তল ঘোষ। আদালত সূত্রে খবর, বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। জামিন পেলেও রয়েছে একাধিক শর্ত। মামলা চলাকালীন তিনি কখনই দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। এরজন্য তাঁকে জমা দিতে হবে পাসপোর্ট। এমনকী তাঁর ঠিকানায় যে নিম্ন আদালত রয়েছে, সেই এলাকার বাইরেও যেতে পারবেন না। তথ্য প্রমাণ নষ্ট করতে পারবেন না এবং সাক্ষীদের প্রভাবিত করা যাবে না। এদিন ১০ লক্ষ টাকার বন্ডে কুন্তলের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। তবে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেও এত তাড়াতাড়ি বন্দিদশা ঘুচছে না কুন্তলের। কারণ, তৃণমূলের এই যুবনেতা ইডির মামলায় জামিন পেলেও সিবিআইয়ের মামলায় জামিন পাননি।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ায় কুন্তল ঘোষের। নিয়োগ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত তাপস মণ্ডল দাবি করেছিলেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের কাছ থেকে কোটি টাকা তুলেছেন কুন্তল। এরপর ২০২৩ সালের ২১ জানুয়ারি লাগাতার তল্লাশি চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় প্রাক্তন তৃণমূল যুবনেতাকে। এরপর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি ও সিবিআই দুই কেন্দ্রীয় সংস্থাই পৃথকভাবে তদন্ত করছে। সেই কারণেই যতক্ষণ না সিবিআইয়ের মামলায় জামিন মঞ্জুর হচ্ছে, ততদিন তাঁকে জেলেই থাকতে হবে। এর আগে একাধিকবার কুন্তলের আইনজীবী জামিনের দাবিতে হাইকোর্টে আবেদন করেছিল। কিন্তু প্রতিবারই তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে কুন্তল সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হন। তবে শীর্ষ আদালত সেই আবেদন হাইকোর্টেই ফিরিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে একমাসের মধ্যে এই মামলার নিষ্পত্তি করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপরেই বুধবার ছিল এই মামলার শুনানি। সেখানেই ইডির মামলায় জামিন মেলে তাঁর। তবে সিবিআইয়ের মামলায় আদৌ সে জামিন পায় কিনা, এখন সেটাই দেখার।

সরানো হচ্ছে প্রাচীন এল-২০ বাস স্ট্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো প্রকল্পের কাজের জন্যে রেলের প্রস্তাব মেনে রাজ্য সরকার মধ্য কলকাতার ধর্মতলার প্রাচীন এল-২০ বাস স্ট্যান্ডটিকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে বলে সূত্রে খবর। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে মেট্রো কতৃপক্ষের ইতিমধ্যেই বৈঠক হয়েছে বলেও জানা গেছে।

এদিকে কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, ধর্মতলায় ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো স্টেশনের কাছে বাস স্ট্যান্ডটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মেট্রো কতৃপক্ষ ৪ হাজার বর্গমিটার জমি চিহ্নিত করেছে। আর এই নতুন বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার, যাত্রীদের বসার জায়গা, শৌচাগার, ফুড স্টল সহ আর কি সুবিধা থাকবে তা জানতে চেয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, জানুয়ারি মাসের শেষেই নতুন জায়গায় এই বাস স্ট্যান্ড সরিয়ে আনা হবে। পাশাপাশি সরিয়ে আনা হবে বিধান মার্কেটকেও। সূত্রে এ খবরও মিলছে যে, বিধান মার্কেট সরিয়ে আনার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই।

মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে এনডিএ সরকার গঠন করবে: গিরিরাজ সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন খন শেষ। এখন সবার দৃষ্টি ২৩ নভেম্বর নির্বাচনের ফলাফলের দিকে। এদিকে নির্বাচন নিয়ে বড়সড় বিবৃতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং। বুধবার কলকাতায় এনডিএ-র জয় দাবি করে গিরিরাজ সিং বলেছেন, মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ড উভয়েই এনডি সরকার গঠিত হবে বলে তাঁর পূর্ণ আশা রয়েছে।পাট পণ্য উন্নয়ন ও রপ্তানি উন্নয়ন কাউন্সিল (জেপিডিইপিসি) বং অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল (ইপিসি) হস্তশিল্প রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদের (ইপিসিএইচ) সহযোগিতায় বুধবার কলকাতায় সফলভাবে একটি রোড শো আয়োজিত হয়। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং আরও বলেন, কলকাতাকে 'বস্ত্রের মা' বলা হয় এবং ভারত টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি স্বনির্ভর ভারতের একটি ছোট উদাহরণ। তিনি বলেন, 'ভারত দ্রুত উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে এবং আগামী দিনে টেক্সটাইল সেক্টরে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জন করবে।' কলকাতার ওয়েস্টিনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটির লক্ষ্য ছিল ১৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত ভারত ট্যাক্সের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচার করা। এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং, পবিত্র মার্ঘেরিতা, কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী, বস্ত্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব রোহিত কানসাল, জেপিডিইপিসি চেয়ারম্যান গোপাল সরফ, জেপিডিইপিসি ভাইস চেয়ারম্যান মনীশ কাজরিয়া, এইপিসি চেয়ারম্যান সুধীর সেখরি এবং এইপিসি। উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক সভাপতি অনিল ভুচাসিয়া।

কল্যাণ-তৃণাঙ্কুরের সৌজন্যে ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কল্যাণ-তৃণাঙ্কুরের সৌজন্যে আবারও প্রকাশ্যে তৃণমূলের অন্তর্কলহ। তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদ্ধ করে বলেন, 'উনি এত বছর ধরে রাজনীতি করছেন। বলতে গেলে রাজনীতির একেবারে শেষ প্রান্তে রয়েছেন। আমি আমার রাজনৈতিক জীবনের একেবারে প্রারম্ভে রয়েছি। এত তফাতে পাল্টা কিছু বলা সমীচিন লাগে না।' এরই পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'সবাই আমার পারফরমেন্সে নজর দিয়েছেন। কখনও ভাল পেরেছি, কখনও ভাল পারিনি। কিন্তু চেষ্টার কখনও কসুর করিনি নিজের দিক থেকে।' এরই সূত্র ধরে তিনি আরও বলেন, 'আমার নেতৃত্ব আমাকে শিখিয়েছেন, রাজনীতিটা বারবার মিডিয়ার সামনে রেখে করলে, ব্যক্তিগত ফ্রেম বাড়ে। দলের কাজে আসে না। দলকে বিপদে ফেলে। আমার ওঁকে বলাটা মানায় না। দল দেখবে আমি কী করেছি না করিনি।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কল্যাণ-তৃণাঙ্কুরের কলহ আদতে আদি বনাম নব্যের লড়াই। কল্যাণ তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারের একেবারে শেষ প্রান্ত রয়েছেন বলে মন্তব্য করলেন তৃণাঙ্কুর।

সম্প্রতি ডোমজুড় উৎসব মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি মেডিক্যালে সাসপেন্ডেড ছাত্রদের পাশে না দাঁড়ানোয় তৃণাঙ্কুরকে এক হাত নেন কল্যাণ। এই সূত্রেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতির পদ থেকে তৃণাঙ্কুরকে সরানোরও দাবি তোলেন তিনি। কল্যাণের অভিযোগ, তৃণমূল করায় বাম-অতি বামের থ্রেট কালচারের মুখে ডাক্তারি পড়ুয়াদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে তৃণাঙ্কুর তাঁদের পাশে দাঁড়াননি। এরপর ২৪ ঘণ্টা নীরব ছিলেন তৃণাঙ্কুর। এরপরই মুখ খোলেন তৃণাঙ্কুর। বলেন, 'দল নিশ্চিতভাবে হিসাব রাখছে। বিচার করবে।'

উত্তর ব্যারাকপুর উপপুরপ্রধানের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় পুলিসের জালে তিনজন। বুধবার সকালে রায়দিঘি থেকে জয়শ্রী দাস এবং টিটাগড় থানার শহীদ সরনি থেকে শুভজিৎ বিশ্বাস ওরফে সন্তু ওরফে প্রসেনজিৎ এবং শুক্লা বিশ্বাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। প্রসঙ্গত, ইছাপুর আনন্দমঠ এলাকার ভাড়া বাড়ি থেকে শনিবার সকালে সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ পুলিশ উদ্ধার করেছিল। সেইসঙ্গে পুলিশ আড়াই পাতার একটি স্যুইসাইড নোটও উদ্ধার করেছিল। মোহনপুর থানার বাবনপুর লক্ষ বাজারের বাসিন্দা জয়শ্রী দাস, তাঁর স্বামী-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে সত্যজিৎ বাবুকে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ উঠেছে। মৃতের পুত্রের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ জয়শ্রী দাস-সহ তিনজনকে পাকড়াও করেছে। এদিন ধৃতদের ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক দশ দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, ১৯৮৪ সাল থেকে টানা কাউন্সিলর ছিলেন সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। তাঁর আত্মহত্যার ঘটনায় সোচ্চার হয়েছিলেন আত্মীয়-পরিজন এবং পড়শিরা।

আইন সম্পর্কে ধারণা নেই সব পুলিশের, তুলোধনা বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজারহাট থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। কারণ, রাজারহাটে এক মামলাকারীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছিল। তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার দিন ১২ জন এসেছিল হামলা করতে। সেই অভিযোগ সঠিক। কিন্তু সেই অভিযোগ নিয়ে তদন্ত এগোতে পুলিশ নিম্ন আদালতের অনুমতি চেয়েছে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের মতে, এটাই বেআইনি। যেখানে পুলিশ আদালত গ্রাহ্য অপরাধের প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে, সেখানে নিম্ন আদালতের অনুমতির কোনও প্রয়োজন নেই। এই আইনটুকু যদি না যানে পুলিশ তাহলে কীভাবে নাগরিক বিচার পাবে, সেই প্রশ্নই তোলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এরপরই তাঁর প্রশ্ন, এই পুলিশ অফিসারদের থানায় থাকার যোগ্যতা আদৌ রয়েছে কি না তা নিয়ে। পাশাপাশি বিচারপতি এও বলেন, কীভাবে ফৌজদারি মামলার তদন্ত করতে হয় সেটা এঁরা জানেন না বলেই মনে করছেন বিচারপতি। এরই সূত্র ধরে বিচারপতির প্রশ্ন, এই পুলিশ আধিকারিকদের আইনের জ্ঞান কতটা তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সঙ্গে এও জানান, 'কমিশনারের জানা দরকার তিনি কাদের নিয়ে কাজ করছেন। সাদা পোশাক পরলেই কলকাতা পুলিশ হওয়া যায় না।' এরপরই ক্ষুব্ধ বিচারপতির মন্তব্য, 'এই শেষ সুযোগ পুলিশকে। এরপর যদি এমন ত্রুটি দেখা যায় তাহলে পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিতে বাধ্য হব।' বিচারপতি এও জানান, নিউটাউন আর রাজারহাট থানা নিয়ে একই সমস্যা রয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ৫ ডিসেম্বর এই মামলায় চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় আশার আলো দেখালেন স্বাস্থ্য সচিব এনএস নিগম

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই মুহূর্তে নানা কারণে প্রশ্নের মুখে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা। কারণ,বঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালের রমরমা চলছে বহুদিন ধরে। যেখানে চিকিৎসা করাতে গিয়ে বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। এমন ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকায় ঘুম উড়েছে মধ্যবিত্তের। এমনই এক প্রেক্ষিতে আশার আলো দেখালেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব এনএস নিগম, আই এএস কলকাতায় সিআইআই ইস্টার্ন রিজিয়ন আয়োজিত হেলথ কেয়ার ইস্ট সামিটের ১৮তম সংস্করণে বলেন, 'রাজ্য সরকার সকলের জন্য মানসম্মত, সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' এরই পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর সাম্প্রতিক মহামারির প্রভাব তুলে ধরে, রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব এনএস নিগম সুস্থতার দিকে মনোনিবেশ করার এবং দৈনন্দিন জীবনে ডিজিটাল স্বাস্থ্যকে সংহত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। একইসঙ্গে এদিন তিনি গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে টেলিমেডিসিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেন এবং পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে সমস্যা রয়েছে তা পূরণ করার কথাও বলেন। এরই রেশ ধরে তিনি এও জানান, ভারতে স্বাস্থ্য বিমা খাতে ৬৬,০০০ কোটি টাকা খরচ হয়, যা মোট স্বাস্থ্য ব্যায়ের ৬.৬ শতাংশ। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শক্তিশালী স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্রে এর অবস্থান অগ্রণী। 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পের সাফল্যের কথা তুলে ধরে তিনি বিশেষ করে দ্বিতীয় স্তরের শহরগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর কথাও তাঁর বক্তব্যে তিনি তুলে ধরেন।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব ওয়াই রত্নাকর রাও ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য একটি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে একটি চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের গুরুত্বের উপর জোর দেন। অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়া বলেন, 'নিওটিয়া গ্রুপ চিকিৎসা ক্ষেত্রে একাধিক প্রকল্প চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরই রেশ টেনে তিনি এদিন এও বলেন, সংস্থাটি আগামী পাঁচ বছরে ১৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে চায়। পাশাপাশি পাঁচ থেকে ছয়টি স্থানে চিকিৎসা পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা স্থাপন এবং পূর্ব ভারতে প্রায় ১৫০০ শয্যা ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চায়। তিনি উল্লেখ করেন যে চিকিৎসা শিল্প প্রচলিত ব্যবসার থেকে আলাদা, স্বাস্থ্যসেবায় নৈতিক অনুশীলন নিশ্চিত করতে মূলধনের ব্যবহার প্রয়োজন। আস্থা এই ক্ষেত্রের মূল ভিত্তি হিসাবে রয়ে গেছে, যা অপারেশনাল দক্ষতা বাড়ানোর জন্য দক্ষ চিকিৎসা পেশাদার এবং প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।' এরই পাশাপাশি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয়ন্ত রায়, কর্পোরেট হাসপাতালগুলি যাতে সুলভ, উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার উপর জোর দেন। তিনি আরও বলেন, 'গত এক দশকে পূর্ব ভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলি উন্নত চিকিৎসা সুবিধা স্থাপনের আশাব্যঞ্জক ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।'

সন্তান গ্রহণে স্বাস্থ্য ভবনের অনুমতি না মেলায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: টেস্ট টিউব বেবি বা আইভিএফ পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তান নিতে চাইলেও বাধ সাধছে বয়স। এদিকে হাল ছাড়তে রাজি নন উত্তর কলকাতার কাশীপুরের দম্পতি। এদিকে স্বাস্থ্য ভবনের তরফ থেকেও মিলছে না অনুমতি। আর সেই কারণেই উপায় না পেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা।আদালত সূত্রে খবর, ১৯৯৪ সালে বিয়ে হয় কাশীপুরের ওই দম্পতির। দম্পতির বক্তব্য, ৩০ বছরের বৈবাহিক জীবনে তাঁদের কোনও সন্তান হয়নি। তবে টেস্ট টিউব বেবি বা আইভিএফ পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তান নিতে চান তাঁরা। দিকে স্বাস্থ্য ভবনের থেকে মিলছে না অনুমতি। আইভিএফ পদ্ধতিতে সন্তান নিতে দম্পতির এই ইচ্ছায় বাদ সাধছে স্বামীর বয়স। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'পিইচএস ফার্টিলিটি ক্লিনিকে' এই দম্পতি আইভিএফের মাধ্যমে সন্তান নেওয়ার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু গত ২৭ জুন ওই ক্লিনিকের তরফে ওই দম্পতিকে জানানো হয়, নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর বয়স যা থাকা প্রয়োজন, তার তুলনায় বেশি। তাই স্বাস্থ্য ভবন থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। এরপর স্বাস্থ্য ভবনের শরনাপন্ন হলেও কাশীপুরের এই দম্পতির ক্ষেত্রে স্বামীর বয়স ৫৮ হওয়ায় স্বাস্থ্য ভবনের অনুমতি মেলেনি।এরপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন দম্পতি। তাঁদের আবেদন, উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে অনুমতি দেওয়া হোক। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা তাঁদের কাছে জানতে চান, এই বয়সে এসে তাঁরা সন্তানের দায়িত্ব নিতে পারবেন কি না। পাশাপাশি, একটি সন্তানকে মানুষ করার জন্য তাঁদের প্রস্তুতি কি রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখতে চান বিচারপতি। দম্পতির আইনজীবী জানান, কাশীপুরের এই দুই বাসিন্দা আর্থিক ভাবে সমর্থ। সন্তান মানুষ করার ক্ষেত্রে যা পর্যাপ্ত। এ ব্যাপারে তাঁরা মানসিক ভাবে দীর্ঘ দিন ধরে প্রস্তুতি নিয়েছেন। তাঁর আরও সওয়াল, পুরুষের বয়স বেশি হলেও এক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না। আগামী শুক্রবার মামলার পরবর্তী শুনানিতে চূড়ান্ত নির্দেশ দেবে আদালত।

সম্পাদকীয়

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন যেন ভোটের রাজনীতিতে হারিয়ে না যায়

জনগণের এত বড় মাপের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ইতিপূর্বে রাজ্যবাসী দেখেনি। এক কথায় এটি অবিস্মরণীয়। আন্দোলনের ভিড় বাড়াতে ভাড়া-করা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়নি। মিছিল লোক খোঁজেনি। বরং লোকে মিছিল খুঁজেছে। সংবাদে বা সমাজমাধ্যমে যে কোনও ভাবেই মিছিলের খবর পেলেই হল। এমনতর গণতান্ত্রিক আবহ সৃষ্টি এ রাজ্যের পক্ষে স্বাস্থ্যকর বইকি। যাঁরা ক্ষমতাসীন তাঁদের মনে ভয় ধরানো যাচ্ছে। রাজা উলঙ্গ কেন, এ কথা বলার সাহস জুগিয়েছে এই আন্দোলন। এটা কি কম পাওয়া? ইতিপূর্বে যাঁরা ক্ষমতার অলিন্দে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন শ্রমিক-কৃষক দরদির মুখোশ পরে, জনগণকে পোকার মতো মনে করেছেন, তাঁরাই আবার ক্ষমতার আস্বাদন পেতে মরিয়া। তাই এই আন্দোলনে অংশীদার হয়েছেন। এঁরা কি নবনির্মাণের রাজনীতিতে আস্থা রাখেন? যাঁরা আন্দোলনের নামে কেবল মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তুলছেন, তাঁরাই বা কোন স্বপ্নের রাজ্য গড়তে চান, তার রূপরেখা জনসমক্ষে কি পেশ করেছেন? আবার যাঁরা এমন এক ঐতিহাসিক সাড়া-জাগানো আন্দোলনের শামিল না হয়ে বরং প্রতিপক্ষ হিসাবে এর বিরুদ্ধে শুধুমাত্র কাদা মাখানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তাঁরাই বা কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশা দেখাচ্ছেন? জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট-সূচিত আন্দোলন এক আশার আলো দেখাচ্ছে, যা রাজনীতির নবনির্মাণের আভাস নিয়ে হাজির। তা দাবি করছে যন্ত্রের বদল, যন্ত্রীর নয়। যে নিয়মে এই ব্যবস্থা পরিচালিত তা মানুষকে অধঃপতিত করতে, মনুষ্যত্ব লাভের সমস্ত রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। এই আন্দোলন যে প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে, তা যেন ভোটের রাজনীতিতে হারিয়ে না যায়। বর্তমান সমাজের শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে এই আন্দোলনের একাত্মতা যেন গড়ে উঠে।

শব্দবাণ-১০৮

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. লোভী ২. উত্তম উপায় ৫. চিরস্থায়িত্ব ৮. বাধা, বিঘ্ন ৯. এর বড় বালাই।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. এলাকা ৩. কড়া ধমক, তিরস্কার ৪. প্রান্তবর্তী ৬. শিষ্টাচার, ভদ্রতা ৭. বড়জাতীয় বাজ পাখি।

সমাধান: শব্দবাণ-১০৭

পাশাপাশি: ১. সংগোপন ৪. মম ৫. তবক ৭. রসদ ৯. ছোলা ১১. পরাৎপর।

উপর-নীচ: ১. সমবেত ২. গোসা ৩. নমস্কার ৬. কলালাপ ৮. দফাদার ১০. সৎ।

জন্মদিন

আজকের দিন

হেলেন

১৯২৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রেমনাথের জন্মদিন।*
১৯৩৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রুমা গুহঠাকুরতার জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী হেলেনের জন্মদিন।*

সবাই রাজা, সেই সময়ে রাজীব রাজত্বে

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পার্লামেন্টে পাঁচভাগের প্রায় চারভাগ এদেরই এমপি। তবু, কীভাবে চালাচ্ছে দ্যাখো! যেন কেয়ার টেকার সরকার... জোরদার আড্ডাটা থমকে গেল আমাকে দেখেই। কৃষিভবনের নানান ঘরে গতায়াত, সদ্য যোগদান করা এই বঙ্গালি ছোকরা তো পরীক্ষিত ব্যক্তিত্ব নয়, এর কথা ওকে, বলে দেয় যদি! হিন্দি আমি ভালোই বুঝি, পাঞ্জাব কি ইউপির কলিগগণ জানেন। তাঁরা দ্যাখেন, দক্ষিণ ভারতীয় ছেলেছোকরাদের সঙ্গেই আমার ওঠাবসা।

আসলে, মাতৃভাষা বলতে গেলেও আমি তোতলাই। দক্ষিণের ছেলেমেয়েরা তুখোড় তর্কাতর্কি চালায় ইংরিজিতে, ঠিক আমারও যেমন অভ্যেস; বোঝে যে একদা শাসকদের ভাষা আমরা স্বাধীনভাবে যেমন খুশি বলবো, তাতে তোতলামিও তরিকা একরকম! ধাতের মিল বেশি ওদের সঙ্গে। মুলুক ছেড়ে প্রবাসে এসে হোস্টেলে মেসে যেমন তেমনভাবে থাকা। একটা চাকরিতে জড়িয়ে আরও উঁচু চাকরির প্রস্তুতি। বাঙালি ছেলেরা দেখি সকলেই গৃহমুখী। তাদের দায়দায়িত্ব হয়তো বেশি। নয়শো চল্লিশ টাকার মতন বেতন পেয়ে, হোটেল খরচা তিনশো টাকা দিয়ে, ছয়শো পাঠাতে হয় বাড়িতে। অসহায় মা-বাবা কি ভাইবোনদের জন্যে। নিজের জন্য মাত্র চল্লিশ টাকায় কোনোরকমে দিনাতিপাত; খেয়ে না খেয়ে, ডিটিসি বাসে টিকিট ফাঁকি দিয়ে, সুযোগ থাকলে অফিসে ওভারটাইমের চেষ্টায় ।সাশ্রুনয়নে স্বীকার করি, সংগ্রামী ছেলেদের এই জগত আগে কখনও দেখিনি। কিছুই শেখা হতো না দিল্লি না এলে।

দাক্ষিণাত্যের, মূলত কেরালার ছেলেমেয়েদের জোশ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেশি। চারটি রাজ্যের চাররকম ভাষা, পরস্পর কতখানি বোঝে জানিনা, কিন্তু দলে ভারি বলেই বর্ণাঢ্য আড্ডাবাজি। নিজেদের মধ্যে কথা বললে, কখনও বা মনে হয়েছে আমাকে ধরে কেউ ইঁড়ি মিরি কিড়ি বাঁধন দিচ্ছে, কিন্তু প্রথম যৌবনে সমস্ত বন্ধনই আন্তরিক! চেয়ারের উঁচুনিচু, ছাপ রাখে না ততো। বাঙালি ছেলেরা বেজায় কাঁচুমাচু। আই এ এস মহলে বাঙালি আছেন কিছু, এদিকে অ্যাসিস্ট্যান্টস গ্রেড পরীক্ষা পেরিয়ে আসা বঙ্গসন্তান, আমার মতন আর কেউ না! তবু, কী সুন্দর সাদৃশ্য, ওড়িশা কি কেরালার যে দুটি ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছিল, তাদেরও লেখাজোখার অভ্যেস আছে। ঠিক আমারই মতন বলে, বড্ড মুশকিল হয়ে গেছে চাকরিটা পেয়ে। কলেজে পড়ানোর কাজ পেলেই দিল্লি ছেড়ে পালাবো...

ইংরিজি লেখার অভ্যেসেই জুটে গেল যে চাকরিটা, তা নিয়ে নিজের মুলুকেও অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই। মজা করে বলেছি, আরে জানো না, কাগজে লিখতে লিখতে জাতীয়তাবাদী দলের কতো নেতার সঙ্গে আমার ওঠাবসা! সত্যি বলে ধরে নিয়েছে সকলে। দিল্লি এসে, বাড়ির ব্যাপারে অর্ধসত্য বলেছি কিছুটা ভয়ে ভয়ে। বাবার পাশাপাশি মা-ও যে কলেজে পড়াচ্ছেন, পড়াবেন আরও অনেকদিন, এটা বলিনি।হাবভাব দেখে, হোটেলে অনেকেই ভেবেছে, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি দিল্লিতে। নইলে, লেখাপড়া শেষ না হতেই এখনই কেন কাজে? এক্ষুনি বিয়ে করার ভাবনাও যখন নেই?

কোনও ব্যাপারে কার্পণ্য করবে না, বলে দিয়েছেন মা। সংগ্রামী সহচরদের কি পরিহাসছলেও বলা চলে, পেয়েছি ভুতের রাজার দুটো অন্তত বর, যা খুশি তাই খাবার এবং ইচ্ছেমতন এদিকসেদিক যাবার? বরং পাঞ্জাবি কলিগদের কাছে আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবটায় আসলে কী আছে, আলোচনা করা ভালো। তলিয়ে ভাবলে দেখা যায়, বামফ্রন্ট আমলের আরম্ভযুগে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দাবি যেমন রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা চাই হয়ে দাঁড়ালো, পাঞ্জাবের ব্যাপারটাও কিছুটা তাই। দেশভাগের পর, সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনা সদ্য অতীত ওই ১৯৮৪ এর দাঙ্গা। একতরফা শিখ নিধন, অনেকেই বলেন। আহত বাঘের মতন সেই পাঞ্জাবি অস্মিতা, দিল্লিতে খুব কাছ থেকে দেখা, আজ এই দেশের রাজনীতির নানান ভাঁজ ও মোচড় অনুভব করতে করতে, একান্ত সৌভাগ্য মনে হয়। যমুনার পূর্ব পাড়ে প্রায় বস্তির মতন উদ্বাস্তুপল্লীর মানুষ, অথবা অফিসে নানান পদে কাজ করা সহকর্মীরা, আলাদা করে দেখিনি কাউকে। গুরুজনরা উপদেশ দিতেন, সবার সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করতে নেই, কিন্তু আঘাত এসেছে বলেই, সহকর্মীবৃত্তে স্পষ্টবাদী লোকজন পেলে, নিজের চোখ অনেক দূরের দিগন্ত অবধি দেখতে পায়।

প্রধানমন্ত্রী রাজীব তখন বিভিন্ন দপ্তরে মন্ত্রী পরিবর্তন করছেন ঘনঘন। তাঁর মায়ের আমলের পরিকাঠামো বদলেও বুঝি স্বস্তি নেই, কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন। কলকাতা বা দেশের অন্য যে কোনও শহরে যিনি জনতার পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে মন্থর বাহনে হাত নাড়তে নাড়তে যান, খোদ রাজধানীতে তাঁর দ্রুত, ত্রস্ত যাতায়াত একইরকম গাড়ির কনভয়ে, কোনও একটা গাড়িতে প্রচ্ছন্ন। একবছরের মধ্যে তিনজন মন্ত্রীর অধীনে কাজ করলাম। খুব অল্পসময় ছিলেন কেরালার একজন, আমার বসকে তিনি কাছে টেনে নিলেন, অনুভাগ অধিকারী কি অবর সচিবদের টপকে একেবারে পি এস! পি এসের কিছু পি এ গোছের কাজের লোক লাগে; কপাল খুলে গেল আমারও।

দুজন হেভিওয়েট বাঙালি মন্ত্রীর ওপর রাজীবের কোপ পড়েছিল, সকলেই জানেন। মাঝখান থেকে উত্তর কলকাতার এক জনপ্রিয় এম পি কে তিনি নানান মন্ত্রকের দায়িত্ব দিলেন। কৃষি, খাদ্য কি গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে, আগের মন্ত্রীর সেট আপেই কাজ চালিয়ে গেলেন। জনপ্রিয় নেতা হলেও পশ্চিমবঙ্গে তাঁকে তখন পাত্তা দিত না তেমন কেউ, কিন্তু কাজের সূত্রে আমাদের বেশ কাছের লোক হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর গোলগাল ফর্সা ভাগ্নে বাদশা, আমাদের স্কটিশচার্চ কলেজের নানান মজার সঙ্গী, এমন গল্পে একটি অফিশিয়াল অপরাহ্ন কী চমৎকার যে অতিবাহিত হয়েছে! নানান বাংলা কাগজ থেকে মন্ত্রক সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ ইংরিজিতে অনুবাদের দায়িত্ব আমার। সেসব ফাইলবন্দী হয়ে আমার বসের মাধ্যমে মন্ত্রীর টেবিলে যাবে। এই কর্মে প্রবল উৎসাহ দেখে, বস একদিন মজা করেন, সারাজীবন কি ভালো লাগবে এই কাজ করতে? বাঙালি এই মন্ত্রী আর কদিন? বিদেশে, রাজীব একবার নিজের ব্যুরোক্রাসিকে প্রকাশ্যে প্রচণ্ড অপমান করেছিলেন, মনে আছে? দুইরকম ভাষ্য একই বিষয়ে, আপনারা নতুন সচিবের সঙ্গে কথা বলবেন, বলেছিলেন রাজীব। অপসারিত সেই বাঙালি ভদ্রলোক, এলেন আমাদের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে সচিব হয়ে। পত্রপত্রিকা উপহার দেওয়ানেওয়ার ছুতোয়, নিয়মিত রঙিন জামা পরে অফিসে আসা এই ছোকরার প্রতি প্রবল প্রশ্রয় ছিল তাঁর। কিন্তু সেসব একান্ত ব্যক্তিগত, পরে হবে বরং। দেশের গল্প তো না!

চলে গেলেন পথের পাঁচালীর দুর্গা

ডাঃ শামসুল হক

দীর্ঘ সত্তরটা বছর এই বাংলার অগনিত সিনেমা প্রেমীদের মানস হৃদয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চিরবিদায় নিলেন পথের পাঁচালীর দুর্গা। হ্যাঁ, এতদিন সত্যি সত্যিই তিনি ছিলেন প্রত্যেকটা বাঙালির সমগ্র অন্তর জুড়েই। আজ তিনি হয়ে গেলেন ইতিহাস।

১৯৫৫ সালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরেই তিনি এসেছিলেন রূপালী পর্দার মাঝখানে। তখন ও পর্যন্ত সিনেমা জগতে আসেনি রঙিন ছবির কারুকার্য। তাই তাঁকে আমরা যেটুকু দেখেছি সেটা সাদাকালো ছবিরই মাঝখানে। সেই যে সেদিনের সেই কু ঝিক ঝিক রেলগাড়ির ডাকে সাড়া দিয়ে ধপধপে সাদা কাশবনের মাঝখান দিয়ে তাঁর এবং তাঁর ছোট ভাইয়ের সেই ঐতিহাসিক দৌড় প্রতিযোগিতা, সেটা এখনও পর্যন্ত উজ্জ্বল একটা স্মৃতি হিসেবেই ভেসে বেড়ায় আমাদের দুই চক্ষুরই মাঝখানে।

সেইসময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র চোদ্দ বছর। তখন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন তিনি। ছিলেন ভীষণ দুরন্ত প্রকৃতিরও। ছিলেন ভীষণ মেধাবীও। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ছোটখাটো থিয়েটারে তিনি অভিনয় ও করতেন। তবে সেটা সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর নিজস্ব স্কুল গণ্ডিরই মধ্যে। তার বাইরে বাইরের জগতে পা রাখার কোন চেষ্টাই তিনি করেননি।

সেইসময়ের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর আগামী ছবি পথের পাঁচালীর জন্য তখন খুঁজছিলেন তেমনই একজন মেয়ে। তাঁর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আশিষ বর্মন ছিলেন তাঁর বন্ধু। আর সেই সুবাদেই সেই স্কুলে যাতায়াত ও ছিল সত্যজিতবাবুর। তাই তাঁকে পছন্দ ও হয়ে গিয়েছিল তাঁর। ফলে আশিষবাবুর মাধ্যমেই যোগাযোগ করেন তিনি।

যোগাযোগ করা হয় তাঁর বাবার সঙ্গে। তাঁর বাবা কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। তিনি চাননি তাঁদের বাড়ির ছোট্ট সেই মেয়েটা সিনেমা জগতে নাম লেখাক। তাই প্রথমের দিকে তিনি কিছুতেই রাজি হননি। কিন্তু পরে সত্যজিতবাবু এবং আশিষ বর্মনের পীড়াপীড়িতে তিনি সম্মতি দেন।

অবশেষে ১৯৫৫ সালের ২৬ শে আগষ্ট মুক্তি পায় সিনেমা প্রেমীদের অতি প্রত্যাশিত সেই ছবি পথের পাঁচালী। ছোট্ট বালিকা দুর্গা এবং তার ভাই অপুর দুর্দান্ত অভিনয়ের দৌলতে সেই ছবিটা ভীষণ জীবন্ত হয়েও উঠেছিল। মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা আবার তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিও করেছিল। বাঙলার সীমানা অতিক্রম করে পাড়ি জমিয়েছিল অন্যত্রও। কিন্তু সেখানেই এবং সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল অভিনেত্রী দুর্গা ওরফে উমা দাশগুপ্তর ছোট্ট সেই অভিনয় জীবনটাও ।

সেই একটা ছবির পর তিনি অন্য আর কোন ছবিতে অভিনয় করেননি। তবে পড়োশোনার কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন সমানে। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে প্রবেশ করেছিলেন কলেজ জীবনে। যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে স্নাতক ও হন তিনি। তারপর পেশা হিসেবে বেছে নেন শিক্ষকতার কাজও। অনেকে মনে করেন তাঁর বাবার ইচ্ছে ছিল না বলেই হয়তো তিনিও আর দীর্ঘ করতে চাননি তাঁর অভিনয় জগতের বৃত্তটাকে।

তারপর সুন্দরভাবেই কেটে যাচ্ছিল উমা দাশগুপ্ত র জীবন। সুস্থভাবে দিন কাটাতে কাটাতেই হঠাৎই তিনি আক্রান্ত হন ক্যান্সার রোগে। চিকিৎসার পর আবার সুস্থও হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তারই মাঝে দু একবার ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর মৃত্যু সংবাদও। তাই অতি অপ্রত্যাশিত সেই ১৮ নভেম্বর তাঁর মৃত্যুর খবরটাকে অনেকেই উড়ো খবর বলেই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সকলে। কিন্তু না, সেইদিনই সকলের মায়া কাটিয়ে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন পথের পাঁচালীর সেই সেরা আইকন দুর্গা।

আনন্দকথা

''তাঁকে হৃদয়মন্দিরে আগে প্রতিষ্ঠা র। বক্তৃতা, লেকচার, তারপর ইচ্ছা হয়তো করো। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বললে কি হবে, যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে? ও তো ফাঁকা শঙ্খধ্বনি?

''এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটি ছোকরা ছিল। লোকে তাকে পোদো পোদো বলে ডাকত। গ্রামে একটি পোড়ো মন্দির ছিল। ভিতরে ঠাকুর-বিগ্রহ নাই — মন্দিরের গায়ে অশ্বত্থগাছ, অন্যান্য গাছপালা হয়েছে। মন্দিরের ভিতরে চামচিকা বাসা করেছে। মেঝেতে ধুলা ও চামচিকার বিষ্ঠা মন্দিরে লোকজনের আর যাতায়াত নাই।

''একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে গ্রামের লোকেরা শঙ্খধ্বনি শুনতে পেলে। মন্দিরের দিক থেকে শাঁখ বাজছে ভোঁ ভোঁ করে। গ্রামের লোকেরা মনে করলে, হয়তো ঠাকুর প্রতিষ্ঠা কেউ করেছে, সন্ধ্যার পর আরতি হচ্ছে। ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে — সকলে দৌড়ে দৌড়ে মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত। ঠাকুরদর্শন করবে আর আরতি দেখবে। তাদের মধ্যে একজন মন্দিরের দ্বার আস্তে আস্তে খুলে দেখে, পদ্মলোচন একপাশে দাঁড়িয়ে ভোঁ ভোঁ শাঁখ বাজাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজেপির দলীয় বৈঠকে মহিলা সদস্যাকে মারধরে অভিযুক্ত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দলীয় বৈঠক চলাকালীন আচমকা বিজেপির মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যাকে ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দলেরই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, ওই মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যার শাড়ি টেনে ছিঁড়ে দেওয়া হয় এবং চড়, থাপ্পর, কিল ঘুষি মারা হয় বলে অভিযোগ। মাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন বিজেপি কর্মীর ছেলে বঙ্কিম মণ্ডলও। আর এই ঘটনায় মানিকচক ব্লকের দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের প্রধান শক্তি মণ্ডলের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনার পর বুধবার দুপুরে আক্রান্ত মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলে বঙ্কিম মণ্ডল মানিকচক থানায় বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শক্তি মণ্ডল সহ তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। আক্রান্ত ওই মহিলা বিজেপি নেত্রী চিকিৎসাধীন রয়েছেন মালদা মেডিক্যাল কলেজে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ওই মহিলার নাম প্রতিমা মণ্ডল (৫০)। তিনি দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের নির্বাচিত সদস্য। মঙ্গলবার রাতে মানিকচক ব্লকে বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক গৌড় মণ্ডলের দলীয় কার্যালয়ে দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের নিয়ে একটি বৈঠক রাখা হয়েছিল। সেখানে দক্ষিণ মালদার বিজেপির সভাপতি পার্থসারথি ঘোষও উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু মিটিং চলাকালীনই হঠাৎই বিজেপি দলের পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর দলবল মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য প্রতিমা মণ্ডলকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। সেই সময় মাকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর জখম হন ছেলে বঙ্কিমবাবুও।

আহত বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা প্রতিমা মণ্ডলের অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শক্তি মণ্ডল বিভিন্ন কাজ নিয়ে দুর্নীতি করে চলেছেন। আমার সই জাল করেও ভুয়ো বিল তোলা হয়েছে। এরকম ভাবেই পঞ্চায়েতে বরাদ্দ সরকারি টাকা বিভিন্নভাবে তছরুপ করছেন দলেরই পঞ্চায়েত প্রধান। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম তারপরই এদিনের মিটিংয়ে আমাকে মারধর করা হয়।'

যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিজেপির সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শক্তি মণ্ডল অবশ্য বলেন, 'পঞ্চায়েতের কাজে কোনও রকম ভাবে সহযোগিতা করছেন না মহিলা সদস্যা, সে কথাই তাঁকে বলা হয়েছিল। কোনও রকম মারধরের ঘটনা ঘটেনি। মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।' বিজেপির দক্ষিণ মালদা সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ বলেন, মানিকচকে দলীয় কার্যালয় দক্ষিণ চণ্ডীপুরের পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা ডাকা হয়েছিল। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন কাজ নিয়ে নানান সমস্যা চলছে। সেখানে এই গোলমালের ঘটনাটি ঘটে। এটা দলগত কোনও সমস্যা নয়। নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণে ঘটনাটি ঘটেছে। বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা হবে।

তরুণীর মৃত্যুতে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: চারতলার ছাদ থেকে একেবারে নীচে তাকাতেই দেখা গেল পড়ে রয়েছে তরুণী। ততক্ষণে দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে প্রাণবায়ু! আত্মহত্যা নাকি নিছক দুর্ঘটনা, তা ঘিরে শোরগোল কোন্নগর ইন্দিরা গান্ধি রোড এলাকায়। এই এলাকাতেই রয়েছে ওই আবাসন। সেখানেই আঠারো বছরের দীপাঞ্জনা গোস্বামীর মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এলাকায় চাপানউতোর। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এলাকার লোকজনই প্রথম ওই তরুণীর দেহ দেখতে পান।

দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান এলাকার লোকজন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। পরবর্তীতে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, দুপুরে স্নান করার পর পাশে নিয়ে আবাসনের ছাদের পাঁচিলে বসেছিলেন ওই তরুণী। কিন্তু, আচমকাই ছাদ থেকে নীচে পড়ে যেতে দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু, সেটা নিছক দুর্ঘটনার কারণেই নাকি স্বেচ্ছায় যুবতী ঝাঁপ দিয়েছেন তা নিয়ে চলছে চাপানউতোর। তরুণীর মা জানাচ্ছেন, একটি ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁদের মেয়ের। মেয়েই নাকি চাপ দিচ্ছিল বিয়ে করার জন্য। ছেলেটি ২ বছর সময়ও চেয়েছিল। ছাদেও নাকি সেই ছেলের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় ফোনে। তারপরই ঘটে যায় এই ঘটনা। যদিও এ ঘটনায় ছেলেটিকে কোনও দোষ দিতে নারাজ তিনি। অন্যদিকে দীপাঞ্জনার বাবা জানাচ্ছেন, মেয়েকে বারবার নীচে নেমে আসতে বলা হয়েছিল। সে নামবে বলেও জানায়। কিন্তু, তার মধ্যেই কোনও ভাবে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। যদিও ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। দীপাঞ্জনার মৃত্যুতে পরিবারের পাশাপাশি শোকের ছায়া এলাকায়।

এসবিআই, এইচএলসি কল্যাণী (৬৪২২০)
বি-৯/১৩৯ সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
ইমেল : sbi.64220@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি কল্যাণী অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ২৮.০৬.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি পম্পা কুন্ডু রায়, অঙ্কিতা কুন্ডুর অভিভাবক, প্রয়াত অভিজিৎ কুন্ডুর মেয়ে এবং আইনি উত্তরাধিকারী, এ-৮/৭৭, ওয়ার্ড নং ১৬, পো. এবং থানা - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭,৫৬,২৯৪.০০ টাকা (সাত লাখ ছাপান্ন হাজার দুশো চুরানব্বই টাকা) ২৮.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারী উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারী এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি কল্যাণী** নিকট বকেয়া **৭,৫৬,২৯৪.০০ টাকা (সাত লাখ ছাপান্ন হাজার দুশো চুরানব্বই টাকা) ২৮.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট, পরিমাণ ১১৫৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ফ্ল্যাট নং বি-৪, ৫ম তলে, জি-৪ তলা ভবনে, নির্মিত জমির পরিমাণ ৫ কাঠা, লিজ দখলী প্লট নং এ-৮/৭৭, কল্যাণী,পো এবং থানা : কল্যাণী, জেলা : নদিয়া, এবং অ্যাডি. জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস এবং পুরসভা কল্যাণী।

তারিখ - ১৮.১১.২০২৪
স্থান - কল্যাণী, নদিয়া
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট F
পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.০৬.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী রাজু মোল্লা** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৬,৭২,৭৬৮.১৬ টাকা এবং ইউসিআই সহ ৯.৬৫ শতাংশ বার্ষিক হারে সুদ সহ (এ/সি ৪১৩৫৭৫১১০০০০০৭৮) (ষোলো লাখ বাহাত্তর হাজার সাতশ আটষট্টি টাকা এবং ষোলো পয়সা ইউসিআই সহ)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৬ নভেম্বর ২০২৪** তারিখে স্বত্ত দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** -এর নিকট বকেয়া **১৬,৭২,৭৬৮.১৬ টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ১০৪/এ, উত্তর দিকে ৪র্থতলে, চারতলা ভবনে নাম প্রসাদ অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১০৯৫/২/১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫২৪ বর্গফুট কমবেশি ,দুই বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন,এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি, মৌজা : মাটকল, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭২৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৪২ এবং এলআর খতিয়ান নং ১৪৯, ২৩০,৬১৯,৭৫৫,৯৭২, ১০৯৫ এবং ১১৫২ , জেএল নং ১৫, আরএস নং ১৭১, তৌজি নং ১৭২/১৭৩, থানা : দমদম কলকাতা ৭০০০৬৫, এডিএসআর কাশীপুর দমদম অধিক্ষেত্রে, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। উক্ত সম্পত্তি শ্রী রাজু মোল্লা এর নামে এবং রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং : ১-৫৭০৬/২০১৯ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯, এআরএ ২, কলকাতা।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং ৩১ দাগ নং ৭২৩। **দক্ষিণে :** ১৪ ফুট চওড়া সড়ক। **পূর্বে :** দাগ নং ১৪১১। **পশ্চিমে :** প্লট নং ৩৩।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : অনান্য হোল্ডিং। **দক্ষিণে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট। **পূর্বে :** অন্যান্যর হোল্ডিং। **পশ্চিমে :** অন্যান্যর হোল্ডিং।
তারিখ : ১৬.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥
মোকাম জেলা-নদীয়া সিভিল জর্জ জুনিয়ার ডিভিশন প্রথম আদালত রানাঘাট, নদীয়া
দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং- ১৭৮/২০২৩
বাদী:- **(১) মনোজ কুমার রায়** বয়স ৬০ বৎঃ, পিতা- মৃত নিরোদ চন্দ্র রায়, সাং- এ.ডি. ১২৬, আশা টাওয়ার, রবীন্দ্রপল্লী, কৃষ্ণপুর, প্রফুল্ল কানন বাগুইহাটি উত্তর ২৪ পরগণাস-৭০০১০১ **(২) অজিত কুমার রায়,** বয়স : ৫০ বৎঃ, পিতা- মৃত নিরোদ চন্দ্র রায়, সাং- ০১ নং গনেশ এভিনিউ ১ম লেন গরফা কলকাতা-৭০০০৭৮, **(৩) উজ্জ্বল রায়,** বয়স: ৪৩ বৎঃ, পিতা- মৃত দিলীপ রায়, **(৪) সরোজ কুমার রায়,** বয়স: ৬২ বৎঃ, পিতা-মৃত নিরোদ চন্দ্র রায়, সর্ব সাং- রানীনগর পোঃ- প্রীতিনগর, থানা রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, ০৪নং বাদী নিজের এবং বাকী সকল বাদীগণ সকলদের পক্ষে আছেন
বনাম
বিবাদী: - **(১) শ্রীমতী মায়া দাস,** স্বামী- অমর দাস, সাং: গ্রাম + পোস্ট+ থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন – ৭৪১২২২, **(২) শ্রীমতি অনিতা ঘোষ,** স্বামী- বিজয় ঘোষ, সাং: গ্রাম + পোস্ট -প্রীতিনগর, থানা -রানাঘাট , জেলা -নদীয়া, পিন- ৭৪১২০১, **(৩) শ্রীমতী রুমা দে,** স্বামী- শ্রী সমর দে, সাং : গ্রাম- হুদা পাটলা, পোস্ট-নকারী, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১২০২, **(৪) শ্রীমতী রিতা দে,** স্বামী- শ্রী রতন দে, সাং : গ্রাম- নিয়ামতপুর, পোস্ট-প্রীতিনগর, থানা-রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৪৭, **(৫) শ্রীমতী জয়া রায়,** স্বামী- শ্রী অনিল রায়, সাং: গ্রাম-দারিকানগর, পোস্ট-নকারী, থানা-রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২০২, (৬) শ্রীমতি রানী ঘোষ, স্বামী- শ্রী জয়দেব ঘোষ, : গ্রাম + পোস্ট+ থানা-রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১২০১
Pro Defendant: বি.এল. এন্ড এল. আর. ও. রানাঘাট-১, রানাঘাট, নদীয়া, পঃবঃ
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, অত্র বাদীগণ বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানি মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন । যাহা বর্তমানে বিচারাধীন রহিয়াছে।
অত্র মোকর্দ্দমার পরিপ্রেক্ষিতে যদি কাহারো কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উল্লেখিত মাননীয় আদালতে আসিয়া নিজ বক্তব্য পেশ করিবেন, নচেৎ উক্ত মোকর্দ্দমাটি একতরফা নিস্পত্তি হইবে ।

A-তপশীল
জেলা- নদীয়া, থানা- রানাঘাট, মৌজা- ১৪২ নং নিয়ামতপুর

খতিয়ান নং	দাগ নং	ক্লাস/শ্রেণী	এরিয়া
L.R. 265,268,287 219,118,1231,1232, 1233,1234,1235,1236	R.S. & L.R. 180,181, 182,184 185	Aush	79 decimals 33 decimals 111 decimals 194 decimals 57 decimals

B -তপশীল
(১) Deed of Gift being No. **I-6367/2020**, Registered before ADSR Ranaghat- I in Book No- I, Volum No 1305 to 2020, Page No. 133591 to 133605 on 14/12/2020. **Donor: Manoj Kumar Roy** and **Donee: Maya Das (২)** Deed of Gift being No. **I-6365/2020**, Registered before ADSR Ranaghat-I in Book No. I, Volum No 1305 to 2020, Page No. 133621 to 133634 on 14/12/2020. **Donor: Saroj Kumar Roy** and **Donee: Anita Ghosh (৩)** Deed of Gift being No. **I-6374/2020** Registered before ADSR Ranaghat-I in Book No. I, Volum No 1305 to 2020, Page No. 133362 to 133376 on 14/12/2020. **Donor: Subarnaprabha Guha** and **Donee: Rama Dey (৪)** Deed of Gift being No. **I- 6366/2020** Registered before ADSR Ranaghat-I in Book No. I Volum No. 1305 to 2020, Page No. 133606 to 133620 on 14/12/2020. **Donor: Ajit Kumar Roy** and **Donee: Smt. Rita Dey (৫)** Deed of Gift being No. **I- 6368/2020** Registered before ADSR Ranaghat- I in Book No. I, Volum No. 1305 to 2020, Page No. 133409 to 133423 on 14/12/2020. **Donor: Shri Prabir Kumar Roy** and **Donee: Smt Jaya Roy (৬)** Deed of Gift being No. **I- 6364/2020,** Registered before ADSR Ranaghat- I in Book No. I, Volum No. 1305 to 2020, Page No. 133635 to 133649 on 14/12/2020. **Donor: Dilip Kumar Roy** and **Donee: Smt Rani Ghosh.**

আদেশানুসারে
গোপাল দাস (সেরেস্তাদার)
সিভিল জর্জ জুনিয়ার ডিভিশন প্রথম আদালত রাণাঘাট, নদীয়া।
তাং : ১৯/০৮/২০২৪ রানাঘাট নদীয়া

আরামবাগের পুরনো সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমাবাসীর অনেক দিনের দাবি রামকৃষ্ণ সেতুর বিকল্প আরও একটি সেতু নির্মাণের। কিন্তু তা হয়নি। বর্তমানে কালীপুর-পল্লীশ্রীর মধ্যে দ্বারকেশ্বর নদীর ওপর রয়েছে এই রামকৃষ্ণ ব্রীজটি। বুধবার এই ব্রীজটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

ব্রিজটির ওপর দিয়ে পাঁচটি জেলা সহ আরামবাগ মহকুমার মানুষের যোগাযোগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পাকার ব্রিজ। পূর্ব, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার মানুষ এই রামকৃষ্ণ সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। উল্লেখ্য, বহু দশক আগে এই সেতুটি তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে সেতুর অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় প্রশাসন থেকে মাঝেমধ্যেই দেখা যায় সংস্কারের কাজ করতে। তাই এদিন রামকৃষ্ণ সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। আরামবাগ মহকুমা পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়াররা সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বুধবার এই সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

যদিও এলাকার মানুষের দাবি, এই রামকৃষ্ণ সেতুটির ওপর নির্ভর করে হাজার হাজার মানুষের জীবন জীবিকা। সেতুটির পরিস্থিতি দেখে পথ চলতে মানুষ থেকে শুরু করে মহকুমাবাসি নতুন বিকল্প একটি সেতু তৈরির দাবি জানিয়ে আসছে অনেক আগে থেকে। তবে কাজের কাজ হয়নি বলে দাবি সাধারণ মানুষের। পাশাপাশি এদিন সেতুর যখন পরিক্ষা করা হয় সেই সময় সেতুর ওপর যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। ইঞ্জিনিয়াররা বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেতুটির পরীক্ষা করে।

এই বিষয়ে আরামবাগের বাসিন্দা রোহিত মণ্ডল জানান, এই সেতুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা বছরভর করেছে। রিপেয়ারিং করেই চলেছে। এই ব্রিজের অবস্থা খুবই খারাপ। নতুন একটা ব্রিজ হলে খুবই ভালো হয়। কেননা এই ব্রিজের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে চার পাঁচটি জেলার মানুষ সহ যানবাহন। বর্তমানে ব্রিজের অবস্থা খুবই খারাপ যে কোনও দিন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ব্রিজের নীচে না দেখলে বোঝা যাবে না। বিকল্প একটা ব্রিজ হলে খুবই ভালো হয়। পাশাপাশি আরামবাগ ট্র্যাফিক ওসি চন্দন ঘোষ জানান, ব্রিজের হেলথ চেকআপ হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনা রুখতে এবার গাড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষায় জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: পথ দুর্ঘটনা রুখতে এবার গাড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষার দিকে জোর দিল পুলিশ। এছাড়া গাড়ির স্বাস্থ্য ঠিক রয়েছে কিনা তা জেনে নেওয়ার জন্যও চালকদের সচেতন করল পুলিশ। বুধবার সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে হাওড়ার বাগনান থানার আমতাড়িয়ায় অবস্থিত একটি কারখানার শ্রমিক এবং চালকদের সামিল করা হয়।

শ্রমিকদের সচেতন হয়ে রাস্তা পারাপার এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলাফেরা করার কথা জানানোর পরেই ট্রাক ও বিভিন্ন ধরনের গাড়ির চালকদের কাছে পুলিশের পক্ষ থেকে এই ধরনের সচেতনতার বার্তা দেওয়া হল বুধবার। এই কর্মশালার বিষয়ে বাগনান থানার আইসি অভিজিৎ দাস জানান, স্বপক্ষে দুর্ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে সেই দুর্ঘটনার জন্য চালক কিংবা দুর্ঘটনাগ্রস্থ ব্যক্তিই দায়ী হয়। তবু দুর্ঘটনা ঘটছে। এর নেপথ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে গাড়ির স্বাস্থ্য ঠিক কাজ করে নি।

তবে গাড়ি চালকরা বেসিক কয়েকটি বিষয় চেক করলেই গাড়ির স্বাস্থ্য কেমন আছে তা জানতে পারেন। কিন্তু তা তাঁরা করেন না। ফলে তাঁদের অজান্তেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। আর এই বিষয়টি উঠে আসায় হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙালিয়ার পরামর্শ মতো পথ দুর্ঘটনা রুখতে গাড়ি রাস্তায় চালানোর আগে গাড়ির প্রাথমিক স্বাস্থ্য ঠিক আছে কিনা তা দেখে নেওয়ার জন্য চালকদের সচেতন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এদিন চালকদের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষগুলির কাছে। বাগনান থানা এলাকার ওপর দিয়ে ১৬ নং জাতীয় সড়ক চলে যাওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে গাড়ির স্বাস্থ্য ঠিক ছিল না বলে জানা গিয়েছে। তাই চালকদের ব্রেক, একসিলেটের, চাকার হাওয়া সহ কয়েকটি বিষয় দেখে নেওয়া কথা বলা হয়েছে। আর এটুকু করতে পারলেই দুর্ঘটনা অনেকটাই কমানো যাবে বলে দাবি পুলিশের। এদিন চালকদের গাড়ি চালানোর আগে বেসিক স্বাস্থ্য দেখে নেওয়ার জন্য হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিলেন উলুবেড়িয়া ট্র্যাফিক ইন্সপেক্টর এম কে ব্যানার্জি। দুর্ঘটনা রুখতে পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে হাওড়াবাসী।

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

	ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক. তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ
১	**মেসার্স শোভা ফিড সেন্টার** গ্রাম : শেরপুর তেলেঙ্গাবার, পো : কাঁথি,পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৪০১।	ক) ১,৩৮,৪৭,৮২৫.১৯ টাকা (এক কোটি আটত্রিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার আটশ পঁচিশ টাকা এবং উনিশ পয়সা) এ/সি নং ***********৬০৭৫ অধীন, বকেয়া ১৮.০৫.২০২৪ অনুযায়ী) খ) ৩১.০৫.২০২৪ গ) ১৬.১১.২০২৪
২	**শ্রী মানিক ভুইঞা (স্বত্বাধিকারী)** পিতা মানগোবিন্দ ভুইঞা, গ্রাম : শেরপুর তেলেঙ্গাবার, পো : কাঁথি,পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৪০১।	
৩	**শ্রী মানস ভুইঞা** পিতা প্রয়াত মানগোবিন্দ ভুইঞা, গ্রাম : শেরপুর তেলেঙ্গাবার, পো : কাঁথি,পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৪০১।	

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ
১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫ ডেসিমেল অবস্থিত ,জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর, থানা : কাঁথি, কাঁথি পুরসভা ওয়ার্ড নং ৭, এডিএসআর অফিস : কাঁথি ১, মৌজা : শেরপুর তেলেঙ্গাবার, জেএল নং ৩৭২, পো : কাঁথি, সাবেক খতিয়ান নং ৫৯, হাল খতিয়ান নং ২৪১, আরএস দাগ নং ১৫৮ এবং এলআর দাগ নং ১৬৩, এবং তদস্থিত নির্মাণ সমুদয়।
চৌহদ্দি : উত্তরে : নয়নঝুড়ি পার এবং সরকারি সড়ক, **দক্ষিণে :** দাগ নং ১৫৭, **পূর্বে :** দাগ নং ১৫৯, **পশ্চিমে :** নয়নঝুড়ি পার এবং সরকারি সড়ক।
সম্পত্তি শ্রী মানিক ভুইঞার নামে।
২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৬.৭৫ ডেসিমেল অবস্থিত জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, থানা : কাঁথি,মৌজা : শেরপুর তেলেঙ্গাবার, জেএল নং ৩৭২, আরএস দাগ নং ১৫৯ এবং এলআর দাগ নং ১৬১, এবং তদস্থিত নির্মাণ সমুদয়।
সম্পত্তি শ্রী মানিক ভুইঞার নামে।

তারিখ : ২১.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

আবাসের ঘর না পেয়ে বিডিওর কাছে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ১ নম্বর ব্লকের নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুনগ্রাম, ঘুঘুডাঙা, আশ্রমপাড়া প্রভৃতি গ্রামের ২৫ জন দিনমজুর,বিড়ি শ্রমিক আবাস যোজনার ঘর না পেয়ে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানালেন। ঘর না পাওয়াদের অভিযোগ, ২০২২ সালে তৎকালীন অঙ্গনাড়ি সহায়িকা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মিলে তাদের পছন্দের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

গরিবদের বঞ্চিত করে সমীক্ষায় কারচুপির আশ্রয় নিয়ে ঘর পেয়েছে ধনীরা। যারা আবাস যোজনার ঘর পেয়েছে তাদের দোতলা মার্বেল করা বাড়ি আছে। এই অভিযোগ তুলে বুধবার কালনা-১ নম্বর ব্লকের বিডিওকে অভিযোগ জানান ঘর না পাওয়া ২৫ জন গরিব মানুষ। যাদের পেশা দিনমজুর, কৃষিকাজ, বিড়ি তৈরি, তাঁত শ্রমিক, মাছধরা প্রভৃতি। এই গরিব মানুষদের বাড়ি কালনা ১ নম্বর ব্লকের নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুনগ্রাম, ঘুঘুডাঙ্গা, আশ্রমপাড়া প্রভৃতি গ্রামে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ২০২২ সালের সমীক্ষায় আবাসন প্রকল্পের তালিকায় তাদের নাম ওঠে। কিন্তু পরবর্তীতে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা কারও বাড়িতে না গিয়ে ঘরে বসে সংশোধিত তালিকা তৈরি করে। সেই তালিকা থেকে বাদ পড়ে তাদের নাম। তখনকার সেই সংশোধিত তালিকা ধরে ২০২৪-এ সমীক্ষা হয়। সেই সমীক্ষাতেও আবাসন প্রকল্পের তালিকায় এলাকার ধনীদের নাম নথিভুক্ত হয়। এই ধনীদের মধ্যে এমনও আছেন কেউ কেউ, যাদের দোতালা মার্বেলের মোজায়েক করা বাড়ি আছে। সমীক্ষা চালানোর সময় তারা বাড়ির বাইরে একটা চালা ঘর করে সমীক্ষকদের দেখিয়েছেন।

রাবেয়া বিবি, আনহারা বিবি সাবিনা বিবি, মকবুল শেখদের দাবি, পুনরায় সমীক্ষা করে ধনীদের তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে প্রকৃত গরিবদের ঘর দেওয়া হোক। বিডিও সুপ্রতীক সাহা এই ব্যাপারে কোনও কথা বলতে চাননি। অভিযোগকারীদের নবান্নের একটা ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে। সেই নম্বরে তারা যোগাযোগ করতে পারবে।

ফেরিওয়ালার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি: হুগলির ডানকুনিতে ফেরিয়ওয়ালার কাছ থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। তা ঘিরেই শোরগোল এলাকায়। ওই ফেরিয়াওলার কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার পিস্তল পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তাঁকে গ্রেপ্তারও করেছে ডানকুনি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম মইনুদ্দিন মোল্লা ওরফে ছট্টু। ডানকুনির খুশাইগাছি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে এলাকায় একটি পিস্তল নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন মইনুদ্দিন। এলাকার লোকজন মারফত খবর যায় পুলিশের কাছে। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে ধরলে তাঁর কাছ থেকে ওই আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলতলিতে। কিন্তু, বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি ডানকুনির মৃগালার তেঁতুলতলায় থাকছিলেন। কিন্তু, পিস্তল নিয়ে তিনি কী করছিলেন, কোন কাজে লাগছিল তা বোঝার চেষ্টা করছে পুলিশ। ওই ফেরিওয়ালা বড় কোনও দুষ্কৃতীদলের সঙ্গে যুক্ত কিনা, বা কোনও অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত কিনা তা জেরা করে জানার চেষ্টা করছে ডানকুনি থানার পুলিশ।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মিহিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ৩, ৩য় তল, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য” থেকে ‘‘গুজরাত রাজ্যে ” কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ (ইমেল : rd.east@mca.gov.in) ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৩, ৩য় তল, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
মিহিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডএর পক্ষে
স্বা/-
আকাশ পি. শাহ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিন-০৮৮৪৩৯৮০)
তারিখ : ২০.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

রাসযাত্রার পর সকার কাপ ফুটবলে উদ্দীপনা তীর্থনগরী নবদ্বীপে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: তীর্থনগরী চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপের ধর্মীয় মুখ্য অনুষ্ঠান রাস যাত্রা শেষ হতে না হতেই সকার কাপ ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা শুরু।

নবদ্বীপ পুরসভা পরিচালিত দশম বর্ষ সকার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হতে চলেছে ২৬ নভেম্বর। ৩২ দলীয় এই ফুটবল মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করবে নবদ্বীপ ব্লক সহ বহিরাগত বেশ কয়েকটি ক্লাব। রাস উৎসবের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যেই বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তা বারোয়ারি কমিটি সকার কাপের প্রচার তুলে ধরেছিল। তাই উৎসবমুখর নবদ্বীপে এখন সকার কাপ ঘিরে মানুষের আবেগ এবং উত্তেজনার পারদ চড়ছে। প্রতিবছর এই সকার কাপের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে নবদ্বীপ তথা সংলগ্ন বর্ধমানের ক্রীড়াপ্রেমীরা। তাই রাস উৎসব যেতে না যেতেই ফের আরও একটি

উৎসবের অপেক্ষায় নবদ্বীপবাসী।

সকার কাপের বিষয়ে টুর্নামেন্ট কমিটির অন্যতম সুজিত সাহা জানান, সকার কাপ এখন মানুষের মুখে মুখে। কেননা বিগত বছরে দেখা গিয়েছিল মহিলাদের লক্ষীর ভান্ডারের টাকায় দল গড়তে। শুধু পুরুষরা নয় নবদ্বীপের অসংখ্য মহিলারাও প্রতিদিন মাঠে ভিড় জমায় এই সকার কাপ ফুটবল দেখতে। তাই উৎসব শেষে মানুষের মনে বিষাদের সুর বাজলেও সকার কাজ যেন মানুষের কাছে আরও একটি উৎসবের বার্তা এনে দেয়। তাই ৩২ দলীয় এই সকার কাপ ঘিরে এখন সাজ সাজ রব নবদ্বীপ বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে। সুজিত বাবুর কথায়, ‘এবারেও ফুটবল মহাযজ্ঞে সামিল হতে সমগ্র নবদ্বীপবাসী এগিয়ে আসবেন এই আশা রাখি।’ তবে এটা বলাই যায় সকার কাপের উন্মাদনা এবং আবেগ উপভোগ করতে মানুষ এখন প্রতীক্ষার দিন গুনছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শ্রী রাহুল মন্ডল** (ঋণগ্রহীতা) পিতা প্রয়াত রহিম মন্ডল, গ্রাম : বড়খে জুরিয়া,পো : আদকোনগর, থানা : মগরা, জেলা : হুগলি, ৭১২১২১, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রীমতি রীনা বিবি** (জামিনদাতা), স্বামী রাহুল মন্ডল, গ্রাম : বড়খে জুরিয়া, পো : আদকোনগর, থানা : মগরা, জেলা : হুগলি, ৭১২১২১, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা :** আদিসপ্তগ্রাম	২০.০৮.২০২৪ এবং ২০.১১.২০২৪	**৯,০৮,৮০৮.০০ টাকা** (নয় লাখ আট হাজার আটশ আট টাকা) ২০.০৮.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ২১.০৮.২০২৪ থেকে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ, চার্জ এবং ব্যয় বহন করে সম্মত হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ০১ কাঠা ০১ ছটাক ১০ বর্গফুট কমবেশি বা ১.৭৫ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : মগরা, জেএল নং ৪৯, আরএস দাগ নং ১৯০, এলআর দাগ নং ১৯০, সাবেক খতিয়ান নং ১৫৪, এলআর খতিয়ান ৯৭০, মৌজা : বড়খেজুরিয়া, থানা : মগরা,জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হুগলি, উল্লেখ্য পার্টিশন দলিল নং ৬০৪৪-২০১৮, তারিখ ০২.০৩.২০১৬, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ০৬০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ১০৩৯২৫ থেকে ১০৩৯৪১, শ্রী রাহুল মন্ডল এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড; **দক্ষিণে :** সিরাজ মন্ডলের ভবন; **পূর্বে :** কুদ্দুস মন্ডলের ভবন; **পশ্চিমে :** দায়ুদ রহমান এর ভবন।

তারিখ- ২০.১১.২০২৪, স্থান- বড়খেজুরিয়া
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা
৫ লালা লাজপত রায় সরণি, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইউকো ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লিখিত মতে লকারধারীদের জন্য সেফ ডিপোজিট লকারের ব্যবস্থা দিয়েছিল। দীর্ঘ সময় লকারের ভাড়া মেটানো হয়নি ফলে বিলম্বে/প্রদান না করায় বহু পরিমাণ বকেয়া পড়েছে। সংশ্লিষ্ট লকারধারীদের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের তরফে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ভাড়া প্রদানের জন্য কিন্তু সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কোনও ভাড়া দাখিল করা হয়নি।

ক্রম নং	শাখার নাম (এসওএল আইডি)	লকার নং	লকার অধিগ্রহণকারীর নাম	বকেয়া পরিমাণ (টাকা জিএসটি বহির্ভূত)	বকেয়া হইতে
১	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	AA005	পঙ্কজ কুমার ব্যানার্জী	২৭২৫৭	০৯.০৬.২০০৭
২	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	AA022	অরুণ হালদার	১৫৬৪৯	২৯.১০.২০২০
৩	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	AA041	জগরূপ সিং	১৪৪৭৯	১৪.০৪.২০২০
৪	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	AA050	দেবলীনা মুখোপাধ্যায় নী (মাইটি)	১৭১১১	২৫.০৯.২০১৮
৫	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	AA055	দীপা বাগচি	১৮২৮৪	১৮.১২.২০১৭
৬	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	AA065	হাসমুখ ঢোলাকিয়া	১২৭২১	০২.০৭.২০২০
৭	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	AD037	মিঠু লাল পাটোয়ারী	৪২৮৪৩	২৫.০৬.২০১৯
৮	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	BA005	ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়	১৩৭৭৭	১৯.০৮.২০২০
৯	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	BA055	মায়া দেবী	২১২৩১	২৮.০৬.২০১৭
১০	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	BD062	অশোক কুমার মুখার্জি	৩৮৯৯২	১০.০২.২০২০
১১	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	CA008	মালা হালদার	১৩৮৭৫	০১.০১.১৯৯৯
১২	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	CA010	কল্যাণ কুমার রায়	১৭১৩৮	২০.০৯.২০১৮
১৩	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	CA020	পঞ্চানন ভট্টাচার্য	১০৪৬০	১৭.০৬.২০২১
১৪	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	CA027	উষা রায় চৌধুরী	৮৫১২	০৮.০৪.২০১৮
১৫	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	CA044	বারীন্দ্র নারায়ণ বসু	১৩৩৭২	২৯.১০.২০২০
১৬	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	CA045	শেলী চ্যাটার্জি	১৪৮৬৮	২০.১২.২০১৯
১৭	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	CA047	স্বপন কুমার সাহা	৮৫১২	২৮.০১.২০১৩
১৮	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	CA067	সান্তনু কুমার দাস	১৬৪১৭	২৩.০৯.২০১৮
১৯	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	CA075	অনু সায়গল (রেহানি)	৯৪৮০	২৭.০৭.২০২১
২০	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	DA005	এ.কে. ব্যানার্জী	১৭৩৮৩	০৭.০৫.২০১৮
২১	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	DA012	রানী সেন	১০০৫২	৩১.০৫.২০২১
২২	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	DA034	অরিজিৎ চ্যাটার্জি	১৪০৮১	১২.০৩.২০২০
২৩	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	DA056	পরমজিৎ কৌর	১০৬৬২	২৬.১০.২০২০
২৪	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	DA060	রিমা ভট্টাচার্য	২১২৩০	২৭.০২.২০১৮
২৫	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	DA068	কৃষ্ণ চন্দ্র মিশ্র	৬৮১৯	২৬.০৭.২০২১
২৬	সদানন্দ রোড (০৯৪০)	DA069	হাসি দেবী গোস্বামী	২৬৫৬৬	০৯.০৩.২০১৫
২৭	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	CB152	রাম কৌর	১৭৯৫১	১৩.০৭.২০১০
২৮	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	CB197	এস এম লুথরা	৩৪৩৯০	২৮.০৮.২০১৬
২৯	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	IB414	অশোক শাহ	৩২২১৮	১০.০৭.২০১৭
৩০	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	JB436	কৃষ্ণ সেন	৩৬৮৪১	১৭.০৮.২০২০
৩১	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	0512	নীলিমা মজুমদার	১৩২০১	০৪.০৪.২০২০
৩২	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	MA653	দেওকী নন্দন ঝাঝাড়িয়া	১৯৭৭০	২৩.০৬.২০১৫
৩৩	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	TA028	জয়ন্তীলাল শাহ	৩২৩৩৩	৩০.০৫.২০১১
৩৪	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	WA038	প্রতিমা বড়াই	৯৫৪৯	১৩.১২.২০১৯
৩৫	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	XA029	ভাবিন এস প্যাটেল	৩৪৮৭৮	০২.১১.২০০৮
৩৬	ফোর্ট উইলিয়াম (১৮৩৭)	AA30	কর্নেল অমরজিত নাগি	১৮৮৯৬	১১.১২.২০০৯
৩৭	ফোর্ট উইলিয়াম (১৮৩৭)	AA40	প্রশান্ত কুমার মৈত্র	১৬১৪৬	০৬.১২.২০১২

লকারধারীদের ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অনীহার কারণে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকারগুলি ২৬.১১.২০২৪ তারিখের পর ভেঙে খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। লকারের মধ্যে থাকা সামগ্রি, যদি কিছু থাকে, অংশত/সমুদয় নিলাম করা হবে ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী বকেয়া পরিশোধের জন্য আবশ্যক মতে। লকারে থাকা অবশিষ্ট সামগ্রি, যদি কিছু থাকে, ব্যাঙ্কের হেফাজতে রাখা হবে সংশ্লিষ্ট লকারধাকীদের ঝুকি, দায়িত্ব এবং ব্যয়ে। কোনও কারণে লকারে থাকা সামগ্রির দ্বারা ব্যাঙ্কের বকেয়া উশুলের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হলে লকারধারীরা বকেযা প্রদানের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকবেন। আগ্রহী লকারধারীগণ তাদের লকার পুনরায় ব্যবহার করতে চাইলে, অনুগ্রহ করে ২৫.১১.২০২৪ তারিখের মধ্যে শাখায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ২১.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা
ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা

পড়শির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে, বাবাকে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মেয়েকে বিয়ে করবে বলে প্রতিবেশী যুবক নাজিমুদ্দিন মোল্লা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে নাজিমুদ্দিন তেমন কিছু করে না বলে মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দিয়েছিলেন বলে দাবি। অভিযোগ, পড়শি যুবকের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার আক্রোশে মেয়ের বাবা বছর ৫৫ এর জব্বার মোল্লাকে কুপিয়ে খুন করলেন প্রতিবেশী যুবক নাজিমুদ্দিন। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের মাটিয়া এলাকায়। খুনের পালটা বাসিন্দারা অভিযুক্ত যুবকের বাড়িতে বেপরোয়া ভাঙচুর করেন। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত নাজিমুদ্দিন ও তাঁর পরিবার পলাতক। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জব্বার মোল্লা মাটিয়া থানার কোড়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। পড়শি যুবক নাজিমুদ্দিন মোল্লা তাঁর মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি তেমন কোনও কাজ করেন না। বেকার ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে জব্বার সাহেব রাজি ছিলেন না। তাই, তিনি পড়শি যুবকের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর থেকে নাজিমুদ্দিন ও তাঁর দলবল বার কয়েক জব্বার সাহেবের বাড়িতে হামলা চালিয়েছেন। গত রবিবার জব্বার সাহেব অন্য পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তারপর থেকে নাজিমুদ্দিনের দলবল তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকে।

মঙ্গলবার রাতে কলকাতা থেকে কাজ সেরে জব্বার সাহেব মালতিপুর রেল স্টেশনে নেমেছিলেন। তারপর তিনি হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে একদল দুষ্কৃতী তাঁর ওপর হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে এলোপাথাড়ি কোপানো হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি রাস্তার ওপরে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জব্বার সাহেবের মৃত্যুর খবর পৌঁছতেই গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত নাজিমুদ্দিনের বাড়িতে চড়াও হন। সেখানে বেপরোয়া ভাঙচুর চলে। নাজিমুদ্দিন ও তার পরিবারের লোকেরা রাতেই গ্রাম ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত জব্বার মোল্লার ভাই রব্বানি মোল্লা বলেন, 'বিয়ে করবে বলে পাড়ার ছেলে নাজিমুদ্দিন বহুদিন ধরে আমার ভাইজিকে উত্ত্যক্ত করছিল। আমার ভাইঝি এমএ পাশ। ওই ছেলেটি বিশেষ কোনও কাজ করে না। রবিবার আমরা ভাইজিকে অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। সেই আক্রশে নাজিমুদ্দিন ও তার দলবল রাস্তার উপর আমার দাদাকে কুপিয়ে খুন করেছে। আমরা ওদের কঠোর শাস্তি চাই।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাজিমুদ্দিন-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু হয়েছে। থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকে অভিযুক্তরা সকলেই গা-ঢাকা দিয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। উত্তেজনা থাকায় এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বেলডাঙা আজ বাংলাদেশ : সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বেলডাঙা আজ বাংলাদেশ। বুধবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা যাওয়ার পথে পুলিশের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার সময় একথাই বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

বুধবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে যাওয়ার পথে কৃষ্ণনগর জলঙ্গি ব্রিজের ওপর ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বিজেপির রাজ্য সভাপতির কনভয় আটকায় পুলিশ। কৃষ্ণনগরে বিশাল পুলিশ বাহিনীর কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নদিয়ার কৃষ্ণনগরে জলঙ্গি ব্রিজের ওপরেই গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন সুকান্ত মজুমদার সহ বিজেপির আনন্দ নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকেরা। সেই সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, অশান্ত মুর্শিদাবাদের বেলেডাঙা, সেই এলাকাতে যাওয়ার কথা ছিল বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। রাজ্য সভাপতির কনভয় কৃষ্ণনগর দিয়ে বেলেডাঙার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় পুলিশ সেই কনভয় আটকে দেয়।

পরবর্তীতে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং সুকান্ত মজুমদার নিজেও। এরপর সুকান্ত মজুমদার যেতে না পারলে রাস্তায় বসে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের পুলিশকে কটাক্ষ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান প্রশাসন মুর্শিদাবাদ জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলতে দিতে নারাজ। যেহেতু ওই এলাকায় ১৬৩ ধারা চলছে তাই সুকান্ত মজুমদার গেলে বেলডাঙা অশান্ত হবে।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, তা হলে পুলিশ এসকর্ট করে নিয়ে যাক। পুলিশ সঙ্গে থাকুক তাতেও রাজি হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন। সুকান্ত পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, বেলডাঙায় মন্দির ভাঙার সময় পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। হাতে বন্দুক কি করতে রাখা হয়েছিল পুলিশের? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ের বিয়েতে ফাটানোর জন্য? প্রায় ৩৫ মিনিট রাস্তায় বসে থাকার পর কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার কোতোয়ালি থানার পুলিশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সহ কর্মী সমর্থকদের গ্রেপ্তার করে।

যদিও এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য কিষান মোর্চার সভাপতি মহাদেব সরকার জানান, 'পুলিশ অনৈতিকভাবে বিজেপির রাজ্য সভাপতির গাড়ি আটকেছে। যেটা একেবারে নিয়ম বহির্ভূত। যদি মুর্শিদাবাদে ঢোকার সময় তার কনভয় আটকাত তাহলে আমরা মেনে নিতে পারতাম।' কিন্তু নদিয়াতে কেন তাঁকে আটকানো হল, এ নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি। যদিও পুলিশের রাস্তা আটকে প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমি বিষয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডগড়িকে জানাব। কী করে একটা ব্যস্ততম রাস্তায় পুলিশ এইভাবে আটকাতে পারে।' সুকান্তবাবু বারংবার বলেছেন তিনি বেলডাঙা, ভারত সেবাশ্রম সংঘে কার্তিক মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। তাঁর সঙ্গে পুলিশি বন্দোবস্ত করে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুক কিন্তু পুলিশ তাতেও রাজি হয়নি।

এদিন সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে নদিয়ার পুলিশ সুপার অমরনাথ কে জানান, 'যেহেতু মুর্শিদাবাদে ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে তাই আমরা খবর পেয়ে নদিয়াতে তাঁকে বাধা দিই বিশাল সংখ্যক লোকজন নিয়ে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময় তাঁকে কৃষ্ণনগরে আটকে দেওয়া হয় এবং বিশাল সংখ্যক জমায়েত করার জন্য তাঁকে আটক করা হয়েছে।'

জয় জোহার মেলার সূচনা জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতি বছরের মতো এ বছরও কাঁকসা ব্লকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে জয় জোহার মেলার আয়োজন করা হয় কাঁকসার এসএইচজি বিল্ডিংয়ে। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক পন্নাভলম এস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের মহাকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি জয়জিত মণ্ডল, কাঁকসা ব্লকের সাতটি পঞ্চায়েতের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা এবং জেলা পরিষদের সদস্যরা সহ পশ্চিম বর্ধমান জেলার তপশিলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে কাঁকসা ব্লকের সাতটি পঞ্চায়েতের আদিবাসী গ্রামের সাতজন মোড়লকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়াও এদিন কাঁকসা ব্লকের দুজন কৃষকের হাতে ধান ঝাড়ার জন্য পা দিয়ে চালিত ধান ঝাড়ার মেশিন দেওয়া হয়। পাশাপাশি এক কৃষকের হাতে চাষের সুবিধার জন্য একটি পাম্প তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও কাঁকসা ব্লকের আদিবাসী সম্প্রদায়ের ১০০ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে ১০ টি করে মুরগির ছানা তুলে দেওয়া হয়।

জানা গিয়েছে, এই মেলা চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। এসএচ জি বিল্ডিং এর সামনে বসানো হয়েছে মেলা। সেখানে বেশ কয়েকটি কাউন্টার করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলাদের হাতের তৈরি দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য বেশ কয়েকটি কাউন্টার করা হয়েছে। এছাড়াও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের জন্য যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রয়েছে সেই সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি কাউন্টার করা হয়। যেখান থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের সুযোগ সুবিধার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন ও আবেদন করতে পারবেন। জয় জোহার মেলা উপলক্ষে দু'দিনব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে বিডিও অফিস সংলগ্ন ফুটবল ময়দানে। বৃহস্পতিবার সেই খেলার চূড়ান্ত পর্যায়ে যারা রানার্স এবং উইনারস হবে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে মেলা প্রাঙ্গণ থেকে।

চারদিন বন্ধের পর মিড ডে মিল চালুতে খুশি পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদার কনিয়াড়া যাদবচন্দ্র হাইস্কুলে চারদিন বন্ধ থাকার পরে শুরু হয়েছে মিড ডে মিল, খুশি পড়ুয়ারা। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের কনিয়াড়া যাদব চন্দ্র হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের অসহযোগিতার কারণে চার দিন বন্ধ ছিল মিড ডে মিল তেমনি অভিযোগ তুলেছিল সহ প্রধান শিক্ষক।

গত শনিবার বিষয়টি সাংবাদমাধ্যমের নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন রবিবার ভার্চুয়াল বৈঠক করে মিড ডে মিল চালু করবার জন্য নির্দেশ দেয় জেলা স্কুল পরিদর্শক।সেই নির্দেশ অনুসারে সোমবার থেকেই স্কুলে শুরু হয়েছে মিড ডে মিল।মিড ডে মিল চালু হওয়ায় খুশি ছাত্র-ছাত্রীরা। অন্যদিকে মিড ডে মিলের রান্নার কাজে নিযুক্ত মহিলারা জানাচ্ছেন,' আমরা বাকি টাকা পেয়ে গিয়েছি মিড ডে মিল আবার চালু হয়েছে।' এই বিষয়ে স্কুলের সহ প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমে খবর সম্প্রচার হওয়ার পরেই প্রশাসনের তরফ থেকে ভার্চুয়াল বৈঠক করে মিড ডে মিল চালু করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই বিষয়ে বাগদার বিডিও প্রসূন কুমার প্রামাণিক জানিয়েছেন, কনিয়াড়া যাদবচন্দ্র হাইস্কুলের মিড ডে মিল বন্ধ খবর সম্প্রচার হতেই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে মিড ডে মিল চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সারের কালোবাজারি বন্ধের দাবিতে পুড়শুড়ায় পথ অবরোধ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সারের কালোবাজারি রুখতে ও খোলা বাজারে বেশি দাম নেওয়ার প্রতিবাদে কংগ্রেসের পথ অবরোধ। বুধবার আরামবাগ মহকুমার পুড়শুড়ায় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই পথ অবোরধ হয়। পথ অবরোধের জেরে বেশ কয়েক ঘণ্টা যানজটের সৃষ্টি হয়। চলতি শীতের মরসুমে আলুবীজ বপন ও বোরো ধান রোপণ শুরু হয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সার নিয়ে কালোবাজারি শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে।

এদিন জাতীয় কংগ্রেস অভিযোগ তোলে, পুড়শুড়ার বেশিভাগ সমবায়গুলিতে এবং সারের দোকানগুলিতে সারের কালোবাজারি করা হচ্ছে। সারের বস্তায় এমআরপির থেকে সারের দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। তবে ইতিমধ্যেই সার নিয়ে কালোবাজারি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। আলু চাষের জন্য কৃষকদের কাছে এই সময় সারের চাহিদা রয়েছে। এরই সুযোগ নিচ্ছে কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। তারা চড়া দরে এই সার বিক্রি করছে। এ নিয়ে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

জেলাশাসকদের নবান্নের নির্দেশ, 'প্রতিটি ব্লকে কৃষকরা নায্যমূল্যে আলু চাষের জন্য এনপিকে সার, বাজার থেকে পাচ্ছেন কিনা তা নজরদারি করার। সপ্তাহে অন্তত একবার প্রতিটি ব্লকে কৃষি আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা করার বিষয়ে বার্তা দেওয়া হয়। সার সরবরাহ ঠিক আছে কিনা, কালোবাজারি হচ্ছে কিনা, এই নিয়ে কৃষকদের কোনও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে কিনা। গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে নবান্নর নজরে আনারও নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে দেখার এই নির্দেশ কতটা কার্যকরী হয়। এদিনের পথঅবোরধ নিয়ে হুগলি জেলা যুব জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম বলেন, 'সারের কালোবাজারি বন্ধ করার জন্য পুড়শুড়ায় পথ অবোরধ করা হয়। আমরা চাষিদের পাশে আছি। যদি সারের কালোবাজারি বন্ধ না হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।'

খোলামুখ খনির জন্য দূষণ বাড়া জলস্তর কমার দাবি, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের নিমচা ও টিরাট এলাকায় চলছে ইসিএলের হাইওয়াল মাইনসের কাজ। এলাকায় রয়েছে ইসিএলের আমকোলা খোলামুখ খনি। বুধবার সকাল থেকেই এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা খনির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হন।

গ্রামবাসীদের দাবি, ইসিএল কর্তৃপক্ষ অন্যায় ভাবে মানুষের জমি দখল করছে। জমির মালিককে না জানিয়েও সেই জমি অধিগ্রহণ করে চলছে কয়লা উৎপাদনের কাজ। পাশাপাশি খোলামুখ খনির কারণে এলাকায় বেড়েছে দূষণের মাত্রা। কমেছে এলাকায় জলস্তর, এলাকার পুকুর ঘাট কুয়ো সবকিছুতেই জলস্তর একেবারে নীচে নেমেছে। গ্রীষ্ম এলেই চরম জলসঙ্কটে ভুগতে হয় স্থানীয়দের। এছাড়াও যে এলাকায় রয়েছে খোলামুখ খনি সেই এলাকার বেকার যুবকরা বঞ্চিত খনির হচ্ছে কাজ থেকে।

টিরাট গ্রামের বাসিন্দা জয়দেব পাল জানান, ইসিএল কর্তৃপক্ষ একটা জমি অধিগ্রহণ করে পাশের আরও দশটা জমি অন্যায় ভাবে দখল করছে। যে গ্রামের এলাকা থেকে কয়লা উৎপাদন হচ্ছে যে গ্রামের মানুষেরা খোলামুখ খনির কারণে দূষণের যন্ত্রণায় ভুগছে অথচ সেই গ্রামেরই বেকার যুবকরা কাজ পাচ্ছেন না। এখানে উৎপাদিত কয়লা অন্যত্র গিয়ে সাইডিং এবং ডিপোর মাধ্যমে লোডিং আনলোডিং হচ্ছে। ফলে অন্য জায়গার ছেলেরা কাজ পাচ্ছেন, যে গ্রামের ছেলেদের অধিকার তাঁরা সেটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

তাঁদের দাবি, কয়লা যেখানে উৎপাদন হচ্ছে সেখানেই ডিপো তৈরি হোক এবং এলাকার বেকার যুবকরা সেখানে কাজ পাক। জয়দেববাবু আরও অভিযোগ করেন, এই বিষয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি তাই বাধ্য হয়েই আন্দোলনে নেমেছেন। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে এদিন খনির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে এখনই কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জনসংযোগ কর্মসূচিতে অসুস্থ বৃদ্ধের চিকিৎসার ভার বহন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: বিধায়কের উদ্যোগে অসুস্থ আসহায় বৃদ্ধকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। বিধায়কের গাড়িতে করে নিয়ে তাকে হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুধু তাই নয় যতদিন তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি না ফিরবেন ততদিন তার চিকিৎসা সহ অন্যান্য খরচের দায়িত্ব নিলেন বিধায়ক তথা জেলে সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। বিধায়কের এই উদ্যোগে বেজায় খুশি ওই অসহায় বৃদ্ধ ও তার স্ত্রী। এলাকার মানুষ বিধায়কের এই কাজকে স্যালুট জানিয়েছেন।

বুধবার বিকেলে অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের নবভারতী শিক্ষা নিকেতন হাইস্কুলে থেকে শুরু করেন বিধায়কের জন সংযোগ কর্মসূচি। পরবর্তী এই কর্মসূচি প্রতিটি ওয়ার্ডেই হবে। এদিনের এই কর্মসূচিতে ২০ নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন মানুষ তাদের অভাব অভিযোগের কথা সরাসরি তাদের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীকে জানাচ্ছিলেন। সেখানে বসেই প্রায় সব সমস্যারই সমাধান করছিলেন নারায়ণ গোস্বামী। সেখানেই ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা কানাই লাল বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী বিধায়কের সঙ্গে দেখা করেন। কানাইবাবু দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ। তিন মেয়ে বিবাহিত। তাঁরা বাবা মায়ের কোনও খোঁজ নেন না। কানাইবাবুর বৃদ্ধ স্ত্রী পরিচারিকার কাজ করে কোনও মতে সংসার চালান। তীব্র দারিদ্রতার কারণে কানাইবাবুর চিকিৎসা তেমন ভাবে না হওয়াতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এই সব শুনে বিধায়ক তৎক্ষণাৎ হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপারকে ফোন করে কানাইবাবুকে ভর্তি করে নেওয়ার অনুরোধ করেন এবং নিজের গাড়ি করে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তির জন্য পাঠিয়ে দেন। সেই সঙ্গে তিনি কানাইবাবুর চিকিৎসা সহ অন্যান্য খরচের ভার নেন। নারায়ণ বলেন, 'যতদিন উনি সুস্থ না হয়ে উঠছেন, ততদিন ওঁর সব খরচ আমি বহন করব। আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সুখ-দুঃখে সর্বদাই মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের নির্দেশকে অনুসরণ করলাম। বিধায়ক হিসেবে আমার কর্তব্য পালন করেছি মাত্র।' তবে বিধায়কের এমন কর্তব্য পালনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই অশোকনগরের পুরবাসী তাঁদের বিধায়ককে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি।

স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের দাবিতে ইসিএলের বালিঘাটে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের অন্তর্গত দামোদর নদের টিরাট এলাকায় আশ্রম ঘাট নামক একটি বালিঘাটে রয়েছে ইসিএলের একটি বৈধ বালিঘাট, বর্তমানে সেই ঘাট থেকে বালি তুলতে তুলতে বাউল মণ্ডলীর ঘাট পর্যন্ত এসে চলছে কাজ বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

বুধবার সকাল থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা সেই বালিঘাটের কাজ বন্ধ করে সামিল হল। স্থানীয়দের অভিযোগ, অবৈধ ভাবে বালিরঘাট থেকে তোলা হচ্ছে বালি। ইসিএলের যেখানে বালিঘাট হয়েছে সেখানে বালি না তুলে পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও চলছে বালি তোলার কাজ ফলে সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা। নদীর বুক থেকে অবৈজ্ঞানিক ভাবে মেশিন দিয়ে বালি তোলার ফলে বিভিন্ন জায়গায় গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই গর্তে পড়েই বহু সময় মানুষের প্রাণহানিও হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান ।

স্থানীয় বাসিন্দা জয়দেব পাল অভিযোগ করেন যে, ইসিএলের নাম করে বৈধতার আড়ালে চলছে অবৈধ বালির কারবার। যদি এই বালির কারবার বৈধই হয় ইসিএলের যদি প্রকৃতপক্ষেই এই বালিঘাটে যোগাযোগ থাকে তা হলে কোনও গাড়িতেই কেন ইসিএলের স্টিকার লাগানো নেই? জয়দেববাবু আরও দাবি, ইসিএলের বৈধ বালিঘাটে মানুষের দাঁড়িয়ে বালি তোলার কাজ চলার কথা। কিন্তু তা না করে মেশিন দিয়ে অবৈজ্ঞানিক ভাবে বালি তোলা হচ্ছে। তাই অবিলম্বে মানুষের দ্বারা বালি তোলার কাজ শুরু করতে হবে যাতে স্থানীয় লোকেরা কাজ পায়। কোনও এক বালি কারবারি ইসিএলের নাম করে অবৈধ ভাবে বিভিন্ন বালিঘাট থেকে বালি তুলছে এটা বরদাস্ত করা হবে না। এই দাবিতেই বুধবার সকাল থেকেই বালিঘাটের বালি তোলার কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও এই ব্যাপারে কোনও আধিকারিকের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ভাগাড় পরিদর্শনে চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাট পুরসভার ভাগাড় পরিদর্শনে গেলেন চেয়ারম্যান। ভাগার পরিদর্শনের সময় চেয়ারম্যান ছাড়াও তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার অন্যান্য আধিকারিকেরা। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে বলেই বালুরঘাট পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। মূলত, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতেই এদিন পরিদর্শনে যান চেয়ারম্যান।

উল্লেখ্য, বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালাইবাড়ি লালমাটা এলাকায় রয়েছে বালুরঘাট পুরসভার বিশাল বড় ডাম্পিং গ্রাউন্ড। এখানেই সমগ্র বালুরঘাট শহরের বর্জ্য ফেলা হয়। সেখানেই রয়েছে পুরসভার ভাগাড়। সেখানেই চলছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ। সিগ্রিগেশন মেশিনে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া চলছে মাটি ও প্লাস্টিকের। সেখানেই পুরো ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এদিন উপস্থিত হন পুরসভার চেয়ারম্যান।

এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র জানান, 'আমরা এই প্রজেক্টটির জন্য প্রোপোজাল পাঠিয়েছিলাম। সেই মতো প্রায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে প্রকল্পকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করার জন্য গার্ড রুম, রোড, ড্রেনেজ ইত্যাদি সমস্ত প্রকল্প মিলিয়ে যে কাজ, সেটির সূচনা হয়েছে। এতে আমরা খুবই খুশি। আগামী দিনে এখানে কোনও রকম নোংরা আবর্জনা আর থাকবে না।'

ট্যাবের টাকা ঢোকায় খুশি পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: পড়ুয়াদের একের পর এক অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করেছে ট্যাবের টাকা, খুশি পড়ুয়া থেকে শিক্ষকরা। বনগাঁ কবি কেশবলাল বিদ্যাপীঠের ট্যাবের টাকা না পাওয়া ছাত্রদের অ্যাকাউন্টে আসতে শুরু করেছে ট্যাবের টাকা।

সাম্প্রতিক বনগাঁ কবি কেশবলাল বিদ্যাপীঠের ২২ জন ছাত্র ট্যাপের টাকা পাইনি বলে নজরে আসে স্কুল কর্তৃপক্ষের। তারপরেই স্কুলের পক্ষ থেকে বনগাঁ থানায় অভিযোগ জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে মেল করা হয়। অন্যদিকে ট্যাবের টাকা না পাওয়া ২২ জন ছাত্র ট্যাবের টাকা না পাওয়ার কারণে সমস্যায় পড়েছিল। মঙ্গলবার থেকে ট্যাবের টাকা না পাওয়া ২২ জন ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে আসতে শুরু করেছে ট্যাবের টাকা তেমনই জানিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবরাজ সরকার। তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনায় যারা যুক্ত তাদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পাশে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নয়াগ্রাম থানা এলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়াল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। বুধবার পুলিশের উদ্যেগে চাঁদাবিলা এলাকায় একাধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তাকারী সামগ্রী বিতরণ করা হল। এদিন দাঁতন মানব কল্যাণ কেন্দ্র নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তায় পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্নদের ট্রাই সাইকেল, হুইল চেয়ার এর মতো সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এদিন ৮৫ জন প্রতিবন্ধী মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন সরঞ্জাম।সাহায্য সামগ্রী পেয়ে খুশি নয়াগ্রামের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সরফরাজ, নয়াগ্রাম থানার আইসি সুদীপ ঘোষাল সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা।

পুরুলিয়ায় সাংবাদিক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পিআইবি কলকাতার উদ্যোগে একদিনের সাংবাদিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল পুরুলিয়াতে। বুধবার পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি রির্সটে এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। পুরুলিয়া জেলার সাংবাদিকদের নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত হয়েছিলেন পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জোর্তিময় সিং মাহাত, পিআইবির ইস্ট জোনের ডাইরেক্টটর টিভিকে রেড্ডি সহ অন্যান্যরা। সাংবাদিকদের উন্নয়নে এদিনের কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

মেলেনি আবাসের বাড়ি

মা-বাবাকে হারিয়ে দুই সন্তানের দিন গুজরান মাটির গৃহে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যের বর্তমান সরকার যেখানে বারংবার দাবি করছেন, যারা মাটির বাড়িতে বাস করে সবার জন্য মিলবে আবাস যোজনা বাড়ি। কিন্তু কোথায় কী, এক উলটপুরাণের চিত্র উঠে এল বাঁকুড়ার এক গ্রামে।

বাঁকুড়া ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভাগাবাঁধ গ্রাম। সেখানেই বসবাস ছিল বিদ্যুৎ ঘোষ এবং অঞ্জু ঘোষ নামে একদম দম্পতি এবং তাঁদের দুই সন্তানের। এক বছরের মধ্যেই বিদ্যুৎ ঘোষ এবং অঞ্জু ঘোষ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ায় মাথার ওপর বটগাছ হারিয়েছে তাদের দুই

নাবালক সন্তান। ভাগাবাঁধ গ্রামে এক চিলতে মাটির বাড়িতে বসবাস করে দিন কাটছে দুই সন্তানের। বর্তমানে কাকা জেঠুর বাড়িতে স্থান মিললেও সে আর কদিন। প্রতিবেশীদের দাবি, আবাস যোজনার তালিকায় নাম এসেছিল তাদের কিন্তু তার বাস্তবায়ন এখনও হয়নি।

প্রতিবেশীরা জানান, বাবা-মা হারা এই দু'টি সন্তানের মুখের দিকে তাকানো যায় না। যে ভাবে দু'টি সন্তানের দিন কাটছে, পৃথিবীতে আর যেন কারও না হয়। এই মুহূর্তে তাদের একমাত্র লাইফ লাইন সরকার। যদি তাদের আবাসের বাড়ি এবং পড়াশোনারও ব্যবস্থা করা যায় তা হলে খুব উপকৃত হত দু'টি সন্তান। এই বিষয়ে বাঁকুড়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি নিবেদিতা দুলে জানান, সন্তানগুলোর কথা তিনি শুনেছেন। তাদের যা প্রয়োজন তারা যদি এসে জানায় নিশ্চয়ই সরকারি ভাবে যা যা সাহায্যে প্রয়োজন ব্যবস্থা করা হবে। আর ডিসেম্বর মাসে আবাসের টাকা ঢোকার কথা আছে, তাদের বিষয়টা দেখে নেওয়া হচ্ছে। বাঁকুড়ার বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা বলেন, সরকারের কাছে অনুরোধ করছেন সন্তানদ্বয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যেন সরকার তাদের দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

দিল্লির বিষাক্ত বাতাস থেকে বাঁচতে

বাড়ি থেকেই কাজ করবেন ৫০ শতাংশ সরকারি কর্মচারী

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর: দিল্লির হাওয়া খারাপ। মাত্রাছাড়া দূষণ ঘুম কেড়েছে প্রশাসনের। কোথাও কোথাও বাতাসের গুণমান সূচক ৫০০ ছুঁয়ে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি কর্মীদের একটা অংশকে বাড়ি থেকে কাজ (ওয়ার্ক ফ্রম হোম) করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি সরকার। ৫০ শতাংশ সরকারি কর্মচারী প্রতি দিন বাড়ি থেকে কাজ করবেন। বুধবার থেকেই বলবৎ হয়েছে নয়া নিয়ম।

দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই বুধবার সকালে ঘোষণা করেছেন, 'দূষণ কমাতে ৫০ শতাংশ সরকারি কর্মীকে বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি সরকার। এই পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বুধবার দুপুর ১টায় শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠক করা হবে।' বৈঠকের পরেই স্থির হবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, দিল্লির দূষণ নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে গোপালের। মঙ্গলবারও রাজধানীতে কৃত্রিম বৃষ্টি চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর দাবি, এর আগে দিল্লিতে কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর জন্য অনুমতি চেয়ে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রীকেও চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাড়া মেলেনি। তাই এ বার প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন দিল্লির মন্ত্রী।

দূষণ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই দিল্লির সমস্ত স্কুলে অনলাইন মাধ্যমে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলিতেও আপাতত অনলাইনে চলবে পঠনপাঠন। অনলাইন ক্লাস হবে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়েও। দৃশ্যমানতা কম থাকার জন্য বাতিল হয়েছে একাধিক ট্রেন। আংশিক ব্যাহত হয়েছে বিমান পরিষেবাও।

বুধবার আগের চেয়ে খানিক কমেছে দিল্লির বাতাসের গুণমান সূচক। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য বলছে, বুধবার সকালে রাজধানীর বাতাসের গুণমান সূচক নেমে এসেছে ৪২২-এ। তবে এখনই বিপদ কাটছে না। বুধেও সকাল থেকেই ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকেছে দিল্লি এবং সংলগ্ন অঞ্চল। দৃশ্যমানতাও যথেষ্ট কম। সাধারণত বাতাসের গুণমানের সূচক ৪৫০ অতিক্রম করলেই তা 'অতি ভয়ানক' বলে বিবেচিত হয়। গত কয়েক দিনে রাজধানীর বাতাসের গুণমান সূচক ৪৫০ পেরিয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার তা পৌঁছয় ৪৯৪-এ, যা এই মরসুমে সর্বোচ্চ। এর পরেই দিল্লির দূষণ মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। চালু করা হয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণের চতুর্থ স্তরের (সর্বোচ্চ) পদক্ষেপ (গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান ৪ বা জিআরএপি ৪)। এই বিধি কার্যকর থাকাকালীন অত্যাবশ্যকীয় পণ্যবাহী ছাড়া অন্য কোনও ট্রাক রাজধানী ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারবে না। যদিও বৈদ্যুতিন গাড়ি, ডিজেল চালিত বিএস ৬, সিএনজি এবং এলএনজি চালিত ভারী গাড়িকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। দিল্লির বাইরের নম্বর প্লেটের কোনও ছোট পণ্যবাহী গাড়িও অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ছাড়া চলাচল করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে ডিজেল চালিত বিএস ৬ গাড়ি, সিএনজি এবং বৈদ্যুতিন গাড়ির জন্য। নির্মাণকাজ পুরোপুরি বন্ধ রাখা হচ্ছে দিল্লিতে। সুপ্রিম কোর্ট সোমবার নির্দেশ দিয়েছে, আদালতকে না জানিয়ে চতুর্থ স্তরের এই নিয়ন্ত্রণবিধি শিথিল করা যাবে না।

উত্তরপ্রদেশে খুন দলিত তরুণী, বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

লখনউ, ২০ নভেম্বর: বিজেপিকে সমর্থন করায় খুন হয়েছেন দলিত মহিলা। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশে। বুধবার সকালে করহল থেকে এক মহিলার বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তার পরেই মৃতার পরিবারের অভিযোগ, বিজেপিকে সমর্থন করতেন বলেই নাকি খুন করা হয়েছে ওই মহিলাকে।

বুধবার উত্তরপ্রদেশের করহলে উপনির্বাচন ছিল। মৃতার বাবার অভিযোগ, তিনদিন আগে তাঁদের বাড়িতে গিয়েছিল প্রশান্ত যাদব নামে সমাজবাদী পার্টির এক কর্মী। মৃতাকে সে প্রশ্ন করে, উপনির্বাচনে কাকে ভোট দেবেন, উত্তরে মৃতা জানান, গেরুয়া শিবিরে ভোট দেবেন তিনি। কারণ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি পেয়েছে তাঁর পরিবার। সেই শুনে প্রশান্ত মৃতাকে হুমকি দেয়। সাফ জানিয়ে দেয়, উপনির্বাচনে সপাকেই ভোট দিতে হবে।

নির্বাচনের সকালেই ২৩ বছর বয়সি ওই দলিত মহিলার বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সেখান থেকে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। উত্তরপ্রদেশে বিজেপির প্রধান ভূপেন্দ্র সিং চৌধুরি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'মইনপুরী জেলার করহলে প্রশান্ত যাদব ও তার সঙ্গীরা এক দলিত কন্যাকে নৃশংসভাবে খুন করেছে। কারণ তিনি সপাকে ভোট দিতে রাজি হননি।' যদিও ওই কেন্দ্রের সপা প্রার্থী তেজ প্রতাপ যাদব বলেন, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীকে সাজা দেওয়া হবে। সপা মুখপাত্র রাজেন্দ্র চৌধুরি বলেন, 'এইভাবে সপার মুখ পোড়াতে চাইছে বিজেপি। এমনটা ওরা মাঝে মাঝেই করে থাকে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সঙ্গে মোহন কাথেরিয়া নামেও এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৃতার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে দুই গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মইনপুরী জেলার পুলিশ প্রধান বিনোদ কুমার। উল্লেখ্য, বুধবার উত্তরপ্রদেশের ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ছিল। তার মধ্যেই অন্যতম করহল। এই কেন্দ্রে বিধায়ক ছিলেন সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। তিনি সাংসদ হয়ে গিয়েছেন চলতি বছরেই।

বিয়েতে না-করায় ছাত্রছাত্রীদের সামনেই শিক্ষিকার গলা কাটলেন যুবক

চেন্নাই, ২০ নভেম্বর: স্কুলে ঢুকে শিক্ষিকাকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক যুবককে। অভিযোগ, ছাত্রছাত্রীদের চোখের সামনেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই শিক্ষিকার গলা কেটে দেন তিনি। শিক্ষিকার সঙ্গে তাঁর বিয়ে স্থির হয়েছিল। সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ায় এই হত্যা, জানিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

তামিলনাড়ুর তঞ্জাবুরের ঘটনা। নিহত মহিলার নাম রমানী (২৬)। তঞ্জাবুরের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন তিনি। সম্প্রতি তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল মাধন নামের যুবকের সঙ্গে। তদন্তের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পেরেছে, সম্প্রতি বিয়ের কথাবার্তা পাকা করতে দুই পরিবার বৈঠকও করে। কিন্তু পাত্র পছন্দ হয়নি তরুণীর। তিনি বিয়েতে রাজি হননি। ফলে বিয়ে ভেস্তে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার সকালে অন্যান্য দিনের মতোই সঠিক সময়ে স্কুলে গিয়েছিলেন তরুণী। তাঁর পিছন পিছন ধারালো অস্ত্র নিয়ে স্কুলে ঢোকেন ওই যুবকও। বিয়ে প্রত্যাখ্যানের আক্রোশে সকলের সামনেই তিনি তরুণীকে আক্রমণ করেন। ছুরি দিয়ে কেটে দেন গলা।

রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন শিক্ষিকা। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। তামিলনাড়ুর স্কুলশিক্ষামন্ত্রী অনাবিল মহেশ পয়ামিজি এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির বন্দোবস্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, যাদের চোখের সামনে এমন ঘটনা ঘটেছে, তাদের কাউন্সেলিংয়ের বন্দোবস্ত করতেও বলেছেন তিনি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তেমন নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবারই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে তরুণীর পরিবারের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা।

ব্যাটারিচালিত স্কুটারের শোরুমে আগুন

ঝলসে মৃত্যু মহিলা কর্মীর

বেঙ্গালুরু, ২০ নভেম্বর: ব্যাটারিচালিত স্কুটারের শোরুমে আগুন লেগে যাওয়ায় ঝলসে মৃত্যু হল এক মহিলা কর্মীর। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি বেঙ্গালুরুর রাজকুমার রোডে নবরং জংশনের কাছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, একটি স্কুটারে শর্ট সার্কিট হয়। তা থেকেই আগুন লাগে। সেই আগুন আশপাশে রাখা গাড়িগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। শোরুমে ভিতরে তখন জনা ছয়েক কর্মী ছিলেন। পাঁচ জন কোনওরকমে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলেও, প্রিয়া নামে এক কর্মী ভিতরে আটকে পড়েন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে প্রিয়াকে উদ্ধার করা যায়নি। ঝলসেই মৃত্যু হয় তাঁর। আগুন লাগার খবর দেওয়া হয় দমকলে। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও মহিলা কর্মীকে জীবন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, একটি স্কুটারে চার্জ দেওয়া হচ্ছিল। সেখান থেকে শর্ট সার্কিট হতেই আগুন ধরে যায়। আগুন পুরো শোরুমে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ৫০টি স্কুটার ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

এই প্রথম নয়, এর আগেও দেশের অন্য প্রান্তে ব্যাটারিচালিত স্কুটারের শোরুমে আগুন লাগার বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। দিন কয়েক আগেই দিল্লির কৃষ্ণানগরে একটি বহুতলে ব্যাটারিচালিত স্কুটারে আচমকা আগুন লেগে যায়। সেই আগুন থেকে বহুতলের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়। বেশ কয়েক জন ঝলসে গিয়েছিলেন।

আবগারি দুর্নীতি মামলা

নিম্ন আদালতকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে কেজরি

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর: আবগারি দুর্নীতি মামলায় আর্থিক তছরুপের অভিযোগে কেজরিওয়ালকে সমন পাঠিয়েছিল নিম্ন আদালত। সেই সমনের বিরুদ্ধেই এবার উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লি হাইকোর্টে তাঁর দাবি, এভাবে স্বতঃপ্রণোদিত সমন পাঠাতে পারে না নিম্ন আদালত। নিম্ন আদালতের এই মামলা খারিজ করারও আবেদন জানিয়েছেন কেজরিওয়াল।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর আবগারি দুর্নীতি কেজরিওয়ালকে সমন পাঠিয়েছিল নিম্ন আদালত। তবে সেই আবেদনে সাড়া দেননি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। পালটা এই সমন ও তাঁর বিরুদ্ধে চলা মামলা খারিজের আবেদন জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে আর্জি জানালেন তিনি। অনুমান করা হচ্ছে, আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হতে চলেছে দিল্লি হাই কোর্টে। এ বিষয়ে কেজরিওয়ালের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, ট্রায়াল কোর্টের বিচারক পিএমএলএর ধারা ৩-এর অধীনে অপরাধের স্বীকৃতি নিতে ভুল করেছেন। এবং অপরাধের সময় মুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বর্তমানে এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অন্তরবর্তীকালীন জামিনে মুক্ত রয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি মামলায় গত ২১ মার্চ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। পরে আবগারি মামলায় কেজরিকে জামিন দেয় দিল্লির রাউস অ্যাভেনিউ কোর্ট। কিন্তু সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। সেই স্থগিতাদেশ চলাকালীনই তিহাড় জেলে গিয়ে কেজরিকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। আবগারি দুর্নীতি এবং বিরাট আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গত ১২ জুলাই ইডির মামলায় জামিন পান কেজরি। কিন্তু জেল থেকে বেরতে পারেননি কেজরি। কারণ সিবিআই গ্রেপ্তারির কারণে তাঁকে জেল হেপাজতে রেখেছিল আদালত। সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে ফের নতুন করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন কেজরি। সেখানেই মেলে জামিন।

ইউক্রেনকে ভূমিমাইন দিতে রাজি বাইডেন

নিউ ইয়র্ক, ২০ নভেম্বর: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনকে ল্যান্ড বা ভূমিমাইন দিতে সম্মত হয়েছেন। আমেরিকার একজন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বিবিসিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা বলেছেন, এসব ভূমিমাইন শীঘ্রই সরবরাহ করা হবে। ওয়াশিংটনের প্রত্যাশা, এসব মাইন ইউক্রেন ভূখণ্ডে ব্যবহার করা হবে। এমন একসময়ে এ খবর আসল, যখন গত রোববার যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলার জন্য বাইডেন ইউক্রেনকে অনুমতি দিয়েছেন বলে একটি খবর গণমাধ্যমে এসেছে। এ পরিস্থিতি গত রাতে ইউক্রেন ও রাশিয়া উভয়ে জানিয়েছে, তাদের নিজ নিজ দেশের ভূখণ্ডে বড় ধরনের ড্রোন হামলা হয়েছে।

এদিকে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস জানিয়েছে, তারা সাময়িকভাবে দূতাবাস বন্ধ রাখবে। কারণ তারা '২০ নভেম্বর একটি সম্ভাব্য বিমান হামলার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছে।'

TENDER NOTICE

NIT No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM-1/24-25 Dated 18.11.2024	Construction of Proposed C.C. Road, Surface Drain, Slab Over Surface Drain & Eucalyptus Piling from Kanu House to Kashem Mondal House at Dakshin Kumrakhali, Ward No -27 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. [illegible]
WBMAD/ULB/RSM-[illegible]/24-25 Dated 19.11.2024	Construction Of Boundary Wall And Upgradation Of Periphery Portion Of Health Centre In Ward No - 23 Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 5,93,[illegible]

Bid Submission end date: 23.11.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

পরমাণু বোমা তৈরির পথে ইরান

তেহরান, ২০ নভেম্বর: পরমাণু বোমা তৈরির পথে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের ইরান। ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলতে থাকা উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মাঝেই প্রকাশ্যে এল এমনই বিস্ফোরক তথ্য। পরমাণু শক্তিধর হয়ে উঠতে দীর্ঘদিন ধরে গোপনে প্রস্তুতি চালাচ্ছিল ইরান। এবার রাষ্ট্রসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষণ সংস্থার প্রকাশিত রিপোর্টে দাবি করা হল নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে ইউরেনিয়ামের মজুত ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে রাশিয়ার এই বন্ধু রাষ্ট্র। যা ইজরায়েল তো বটেই গোটা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়।

আইএইএর রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ইরান ৬০ শতাংশ বিশুদ্ধ ১৮২.৩ কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম জমা করে ফেলেছে। পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ করতে প্রয়োজন পড়ে ৯০ শতাংশ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম। অর্থাৎ পারমাণবিক বোমা তৈরির কার্যত শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে ইরান। অগস্ট মাসে প্রকাশিত এই রিপোর্টের পর এই তালিকায় আরও ১৭.৬ কেজি ইউরেনিয়াম জমা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০১৫ সালে পরমাণু চুক্তিতে নির্ধারিত সীমার চেয়েও ৩২ গুণ বেশি বেড়েছে ইরানের ইউরেনিয়ামের মজুত।

তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচিতে লাগাম টানতে ২০১৫ সালে ইরানের সঙ্গে চুক্তি করেছিল আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চিন, রাশিয়া এবং জার্মানি। তবে একাধিক দেশের সংঘাতের জেরে শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি সাফল্যের মুখ দেখেনি। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ২০১৮ সালে এই চুক্তি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয় আমেরিকা। এর পর থেকে গোপনে অস্ত্রভাণ্ডার বাড়িয়ে চলেছে ইরান।

যা বর্তমানে পরমাণু অস্ত্র তৈরির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা ইরান যদি কোনও ভাবে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয় সেক্ষেত্রে শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয় বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। যার প্রভাব সরাসরি পড়বে ইজরায়েল ও রাশিয়াতে। কারণ এই দুই রাষ্ট্রই ইরানের সবচেয়ে বড় শত্রু। একইসঙ্গে সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ইরান যখন পরমাণু বোমা তৈরির পথে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, অন্যদিকে তখন পরমাণু যুদ্ধের সিঁদুরে মেঘ দেখা দিয়েছে ইউরোপে। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলতে থাকা সংঘাত পরমাণু যুদ্ধের পথে এগোতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

গাজায় পা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর

গাজা, ২০ নভেম্বর: গাজায় পা রাখলেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সমুদ্র সৈকতে যুদ্ধের পোশাক ও ব্যালিস্টিক হেলমেট পরিহিত ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে দেখা গিয়েছে একটি ভিডিয়োয়। যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি হুংকার করলেন, 'হামাস আর এখানে ফিরতে পারবে না।' মঙ্গলবার গাজায় পা রেখে কার্যতই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ছিলেন নেতানিয়াহু। তিনি দাবি করেন, যুদ্ধ একবার শেষ হলে পুরোপুরি হামাসমুক্ত হবে গাজা। সেই সঙ্গেই তাঁর দাবি, আর বেশি দেরি নেই। ইজরায়েলি সেনা গুঁড়িয়ে দিয়েছে হামাসের মেরুদণ্ড। এখনও সন্ধান মেলেনি হামাসের হাতে বন্দি ১০১ জন ইজরায়েলি পণবন্দি। তাঁদের সম্পর্কে নেতানিয়াহুর আশ্বাস, শিগগিরি সকলকে উদ্ধার করা হবে। ওই পণবন্দিদের অবস্থান সম্পর্কে কোনও খবর দিতে পারলে ৫০ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি। কিন্তু যদি হামাসের হাতে সেই পণবন্দিদের কোনও ক্ষতি হয়? এপ্রসঙ্গে নেতানিয়াহুর হুঙ্কার, 'আমাদের পণবন্দিদের কোনও ক্ষতি করলে তাদের বেছে বেছে মারা হবে।' সকলকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। প্রসঙ্গত, গত বছরের ৭ অক্টোবর হওয়া হামলার বদলা নিয়ে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন নেতানিয়াহু। তার পর থেকেই লড়াই জারি রয়েছে গাজায়। আর এবার নেতানিয়াহুর আশ্বাস, সমস্ত পণবন্দিকে উদ্ধার করে তিনি গাজাকে হামাসমুক্ত করবেন। বলে রাখা ভালো, পণবন্দিদের ফেরাতে না পারা নিয়ে ক্রমাগত চাপে পড়েছেন নেতানিয়াহু। এপ্রসঙ্গে ইজরায়েলের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গ্যালান্টের মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হন নেতানিয়াহু। গত অগস্টে গ্যালান্ট বলেন, গাজায় সামরিক অভিযান চালিয়েও হামাসকে পুরোপুরি নির্মূল করা যাবে কি না, সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান।

eTender notice of Gohaliara GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan ,Gohaliara GP invited eTender of 6(Six) Schemes of 15th FC(Tied) vide NIT No-292/GGP/24-25 Dt. 19/11/24 &
NIT No-E- 07/GGP/24-25 Dt. 19/11/24
Bid Starts : 20/11/2024
Bid Closes: 26/11/2024
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.
Sd/- Prodhan
Gohaliara Gram Panchayet

TENDER NOTICE

NIT No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM-[illegible]/24-25 Dated 18.11.2024	Construction of road length - 320 m, Width-4.0 m at Nabagram Boys club in Ward no 04 & 05 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. [illegible]
WBMAD/ULB/RSM-[illegible]/24-25 Dated 18.11.2024	Construction of Proposed C.C. Road, Surface Drain & Slab Over Surface Drain from Pritibas Abasan to Kanon Mondal House near Ganguly para Kather [illegible] Ward No -28 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. [illegible]
WBMAD/ULB/RSM-[illegible]/24-25 Dated 18.11.2024	Repairing of Garia Main road (N.S. road) near bridge in Ward No -29 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. [illegible]
WBMAD/ULB/RSM-[illegible]/24-25 Dated 18.11.2024	Construction of concrete road with surface drain at R.R. GHOSH ROAD at ward no 17, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. [illegible]

Bid Submission end date: 28.11.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites Quotation vide Quotation No. **N.I.Q. NO: 03/Battery (12V/26AH) for Server Room/C.M/2024-2025, DATED:20-11-2024** for supplying 12V/26AH Battery for New Municipality Building. For further information please visit Chakdaha municipal office or Municipal office notice board.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিল

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্বপ্রকাশিত এল/নং **ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৬১৭(২১৩),তারিখ ১১.১১.২০২৪** দ্বারা প্রেরিত **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/ ৬১৭** এতদ্বারা **বাতিল** হিসাবে গণ্য হবে।
(HWH-431/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the all benefited agencies for execution of following works under BIJUR-II G.P. area **1. Memo no.- 418/Bijur-II/2024, Tender no.- 08/Bijur-II/2024-25, 2. Memo no.- 419/Bijur-II/2024, Tender no.- 09/Bijur-II/2024-25, 3. Memo no.- 420/Bijur-II/2024, Tender no. 10/Bijur-II /2024-25.** Closing date and time of Bid Submission : **28/11/2024 up to 5.30 P.M.** Please see details in website www.wbtenders.gov.in & Gram Panchayat Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য **ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি** আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** আরডিএসও অনুমোদিত সাম্প্রতিক ইউএসএফডি মেশিন ও আরডিএসও শংসাপত্রপ্রাপ্ত অপারেটর দ্বারা আপ ও ডাউন লাইনে কেএনএপি র‍্যাম্প লাইন, সল্টলেক সেক্টর-৫ কিমি (-)০.৫ থেকে হাওড়া ময়দান কিমি ১৬.৭ সহ সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো, জোকা কিমি (-)২.০ থেকে এসপ্ল্যানেড কিমি ১৪.৭ পর্যন্ত রেক ফিডিং লাইন সহ, জোকা ইয়ার্ড, কবি সুভাষ কিমি ০.৮৩৮ থেকে ভিআইপি রোড কিমি ২৮.৩ পর্যন্ত রেক ফিডিং লাইন সহ নিউ কেকেভিএস ইয়ার্ড, নোয়াপাড়া কিমি ০০ থেকে জয়হিন্দ কিমি ৭.০০ পর্যন্ত রেক ফিডিং লাইন সহ আপ ও ডাউন লাইনে দক্ষিণেশ্বর কিমি (-)৬.৫ থেকে কবি সুভাষ কিমি ২৫.৫৫ পর্যন্ত ঠিকাদারের আরডিএসও অনুমোদিত হস্তচালিত আল্ট্রাসনিক ডিজিটাল ওয়েল্ড টেস্টার ব্যবহার করে এটি ওয়েল্ডিং-এর আল্ট্রাসনিক পরীক্ষণ এবং ঠিকাদারের আরডিএও অনুমোদিত ডিজিটাল সিঙ্গল ইউএসএফডি রেল টেস্টার ব্যবহার করে রেলের আল্ট্রাসনিক পরীক্ষণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৯৯,৫৪,৭৪০/- টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৪৯,৮০০/- টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** চব্বিশ (২৪) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.১২.২০২৪-এ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধন, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৪৮৮-২০২৪ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ময়দান

EKDIN, VOL 18, ISSUE 160, KOLKATA, THURSDAY, 21 NOVEMBER 2024, PAGE 8

কলকাতা, ২১ নভেম্বর ২০২৪

চোট খলিলের, ভারতীয় দলে জায়গা নিলেন পাঁচ ছক্কা খাওয়া পেসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনুশীলনে চোট পেয়েছেন খলিল আহমেদ। তাঁকে ভারতে পাঠানো হচ্ছে। সেই জায়গায় যশ দয়ালকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হবে। খলিল ভারতের রিজার্ভ দলে ছিলেন। দয়াল সেই জায়গায় রিজার্ভ দলেই যোগ দেবেন।

দয়ালকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে নেওয়া হয়েছিল। একটি ম্যাচেও খেলানো হয়নি। কিন্তু তার পর থেকে আর টেস্ট দলে ডাক পাননি তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দলে নেওয়া হলেও খেলানো হয়নি। সেই দয়ালকেই এ বারে অস্ট্রেলিয়া পাঠানো হল। জোহানেসবার্গ থেকে পার্থ গিয়েছেন দয়াল।

চোট পাওয়ার পর থেকেই নেটে বল করতে পারছেন না খলিল। ভারতীয় দলের চিকিৎসকেরা

তাই রাজস্থানের বাঁহাতি পেসারকে দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বোর্ডের এক কর্তা বলেন, মিচেল স্টার্ককে সামলানোর জন্য নেটে এক জন বাঁহাতি পেসার প্রয়োজন ভারতের। সেই কারণে বাঁহাতি পেসার খলিলের বদলে এক জন বাঁহাতি পেসারকেই আনা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত এ দলের হয়ে খেলার কথা ছিল দয়ালের। কিন্তু খলিল যদি বল করতে না পারে তা হলে ওকে অস্ট্রেলিয়ায় রেখে কী লাভ?

চোট নিয়ে দেশে ফেরা খলিল কবে সুস্থ হবেন তা স্পষ্ট নয়। সুস্থ হলে তাঁকে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খেলতে দেওয়া হবে কি না সেটাও এখনও জানা যায়নি। আইপিএলে তিনি খেলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে। দিল্লি তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে নিলামে উঠতে হবে খলিলকে। দয়ালকে রেখে দিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ফলে তাঁকে নিলামে উঠতে হবে না। ২০২২ সালে দয়াল খেলতেন গুজরাত টাইটান্সের হয়ে। সেই সময় কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু সিংহ তাঁকে এক ওভারে পাঁচটি ছক্কা মেরে ম্যাচ জিতিয়েছিলেন। রিঙ্কু এবং দয়াল উত্তরপ্রদেশের ক্রিকেটার। তাঁরা একই দলের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন।

বাংলা আবার সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে, বিহারের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র রবিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছর সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে উঠতে পারেনি বাংলা। এ বার আর সেই আক্ষেপ থাকল না। বুধবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে বিহারের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে সন্তোষের মূলপর্বে খেলা নিশ্চিত করল বাংলা।

গ্রুপ পর্বে বাংলা তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট পেয়েছে। গ্রুপের শীর্ষস্থানাধিকারী দলগুলি মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। সেই হিসাবে বাংলা উঠে গিয়েছে মূলপর্বে। গত বারের দুই ফাইনালিস্ট সার্ভিসেস এবং গোয়া সরাসরি মূলপর্বে খেলবে। পাশাপাশি মূলপর্বের আয়োজক হিসাবে তেলঙ্গানাও সরাসরি খেলবে। বাকি ৩৫টি দলকে ন'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ স্থানে থাকা দলগুলি মূলপর্বে খেলবে।

মূলপর্বের ১২টি দলকে আবার দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হবে। এক-একটি গ্রুপের প্রতিটি দল একে অপরের বিরুদ্ধে এক বার করে খেলবে। চারটি করে দল উঠবে

কোয়ার্টার ফাইনালে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে সন্তোষের মূলপর্ব শুরু হবে। ফাইনাল ২২ ডিসেম্বর হায়দরাবাদে।

ছ'দিনের ব্যবধানে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে হয়েছে বাংলাকে। স্বাভাবিক ভাবেই ফুটবলারেরা একটু হলেও ক্লান্ত ছিলেন। তবু বিহারকে সাধ্যমতো বেগ দিয়েছে বাংলা। গোলটাই শুধু করতে পারেনি। আগের ম্যাচে ঝাড়খণ্ডের কাছে পাঁচ গোল খেলেও বাংলার বিরুদ্ধে তাদের রক্ষণ মজবুত ছিল।

যদিও বাংলার আসল লড়াই শুরু হবে মূলপর্ব থেকেই। সেখানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের, বিশেষত গোয়া, কেরল, মণিপুরের বিরুদ্ধে খেলতে হতে পারে। আঞ্চলিক পর্বে যে দলগুলি ছিল প্রত্যেকেই ধারেভারে বাংলার থেকে এগিয়ে।

লিভিংস্টোনকে টপকে আবারও এক নম্বরে পান্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত খেলছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়, ইংল্যান্ড দল ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ভিন্ন কন্ডিশনের এই দুই সিরিজে পরোক্ষে লড়াই চলেছে হার্দিক পান্ডিয়া, লিয়াম লিভিংস্টোনের মধ্যে। অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে সেই লড়াইয়ে জয় শেষ পর্যন্ত ভারতীয় তারকার। লিভিংস্টোনকে টপকে অলরাউন্ডারদের টি,টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছেন পান্ডিয়া।

৩১ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার এ নিয়ে দ্বিতীয়বার টি, টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠছেন। এর আগে ২০২৪ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে জায়গা করেছিলেন পান্ডিয়া।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের চার ম্যাচের টি,টোয়েন্টি সিরিজ শেষ হয়েছে গত ১৫ নভেম্বর। ভারতের ৩,১ ব্যবধানে জয়ের এই সিরিজে দ্বিতীয় ম্যাচে ৩৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন পান্ডিয়া। আর সিরিজ জয় নিশ্চিত করা ম্যাচে তিন ওভার বোলিং করে

৮ রানে নিয়েছিলেন ১ উইকেট। সব মিলিয়ে পান্ডিয়ার রেটিং এখন ২৪৪, দুই ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন শীর্ষে।

১ নম্বরে যিনি ছিলেন, সেই লিভিংস্টোন ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলেছেন ৫ ম্যাচের টি,টোয়েন্টি সিরিজ। এর মধ্যে শেষ ম্যাচটি বৃষ্টিতে পণ্ড হয়। বাকি চার ম্যাচের তিনটিতে জিতে সিরিজ,ট্রফি হাতে তুলেছে ইংল্যান্ড। লিভিংস্টোন চার ম্যাচের তিনটিতে ব্যাট করে একটিতে অপরাজিত ২৩ এবং বাকি দুটিতে ৩৯ ও ৪ রান করে। আর বল হাতে চার ম্যাচে নেন ৩ উইকেট।

ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অবদানের দিক থেকে পান্ডিয়ার কাছে পিছিয়ে গেছেন লিভিংস্টোন। ২৩০ রেটিং পয়েন্টে ইংলিশ অলরাউন্ডারের অবস্থান এখন ৩ নম্বরে। ২৩১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছেন নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরী।

পান্ডিয়া ছাড়াও র‍্যাঙ্কিংয়েউন্নতি হয়েছে ভারতের আরও কয়েকজন খেলোয়াড়ের। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ সেঞ্চুরিসহ মোট ২৮০ রান করা তিলক ভার্মা এগিয়েছেন ৬৯ ধাপ। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তাঁর অবস্থান এখন তিনে।

ব্যাটিংয়ের শীর্ষ দুটি জায়গায় যথারীতি অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড ও ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। টি,টোয়েন্টি বোলারদের ১ ও ২ নম্বরও অপরিবর্তিত। শীর্ষে ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ, দুইয়ে শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল হোসেন পিছিয়ে যাওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা উঠে এসেছেন তিনে।

তিন শতরান, চার শূন্যও! পুরস্কার এল সঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: নেতৃত্বে ফিরলেন সঞ্জু স্যামসন। ভারতীয় দলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফর্মে ফিরেছেন তিনি। একই বছরে তিনটি শতরান করেছেন। আবার শূন্যও করেছেন চারটি। যদিও শূন্য নয়, সমর্থকেরা মনে রাখতে চাইবেন শতরানগুলিই। সেই সঞ্জুকে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে অধিনায়ক করল কেরল।

আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু। এ বার কেরলকেও নেতৃত্ব দেবেন তিনি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দেশের জার্সিতে প্রথম শতরান করেন। এর পর দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে দু'টি শতরান করেন তিনি। পাঁচ ম্যাচে তিনটি শতরান করা সঞ্জু এ বার খেলবেন ঘরোয়া ক্রিকেটে। ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হবে মুস্তাক আলি। চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময় ভারতের কোনও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ নেই। তাই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে অসুবিধা নেই সঞ্জুর।

রঞ্জি ট্রফিতে কেরলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সচিন বেবি। তাঁর নেতৃত্বে রঞ্জি খেলেছেন সঞ্জু। এ বার ভারতীয়

উইকেটরক্ষককে অধিনায়ক করল কেরল। তবে রঞ্জিতে একটি ম্যাচেই খেলেছিলেন তিনি। ভারত-বাংলাদেশ সিরিজের মাঝে বেঙ্গালুরুতে কর্নাটকের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন সঞ্জু।

মুস্তাক আলিতে সঞ্জুর কেরল রয়েছে গ্রুপ ই-তে। সেই গ্রুপে রয়েছে মুম্বই, গোয়া, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, সার্ভিসেস এবং নাগাল্যান্ড। হায়দরাবাদে হবে এই গ্রুপের সব ম্যাচ।

কেরলের দল সঞ্জু স্যামসন (অধিনায়ক এবং উইকেটরক্ষক), সচিন বেবি, রোহন কুন্নুমাল, জলজ সাক্সেনা, বিষ্ণু বিনোদ, মহম্মদ আজহারউদ্দিন, বসিল থাম্পি, সলমন নিজার, আব্দুল বাজিত, অখিল স্কারিয়া, আজনাস এম, সিজোমন জোসেফ, মিঠুন এস, বৈসাখ চন্দ্রন, বিনোদ কুমার, বাসিল এন পি, শারাফুদ্দিন এন এম, নিধেশ এম ডি।

ভারতীয় দলে পূজারা না থাকাতেই খুশি হ্যাজলউড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৮ ইনিংস, ২৭১ রান। গড় ৩৩.৮৭। সর্বশেষ বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে চেতেশ্বর পূজারার পারফরম্যান্স এটি। টেস্টে তিন নম্বর ব্যাটসম্যানদের জন্য এই গড়টা ভালো না খারাপ? সরলভাবে পরিসংখ্যান বিবেচনায় এটাকে খারাপ বলে চালিয়ে দেওয়াই যায়।

তবে ক্রিকেটে ম্যাচ পরিস্থিতি বলতে একটা বিষয় আছে। সেই বিবেচনায় এমন গড়পড়তা গড়ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আর তেমনটাই হয়েছিল সর্বশেষ বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে পূজারার বেলায়। সেই সিরিজে ভারতের জয়ের পেছনে অবদান এতটাই ছিল যে এবার তিনি না থাকাতে নিজের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার জশ হ্যাজলউড।

ভারতের জন্য সর্বশেষ বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফি নানা কারণে ঐতিহাসিক। প্রথম টেস্টে নিজেদের ইতিহাসে সর্বনিম্ন ৩৬ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পর সেই সিরিজ জেতা যেকোনো বিবেচনাতেই বড় অর্জন। সঙ্গে সেই সিরিজে ভারত পূর্ণ শক্তির দলও পায়নি।

প্রথম টেস্টের জন্য ব্যক্তিগত কারণে দলে ছিলেন না অধিনায়ক বিরাট কোহলি। দলকে নেতৃত্ব দেন অজিঙ্কা রাহানে। পুরো সিরিজে ভারত খেলিয়েছে ২০ জনকে। অভিষেক হয় ৫ ক্রিকেটারের। আরেকটি পরিসংখ্যান দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। ব্রিসবেন টেস্টে ভারতীয় দলে থাকা বোলারদের সব মিলিয়ে উইকেট ছিল মাত্র ১৩, যেখানে অস্ট্রেলিয়ার ১০৪৬টি। এমন একটি অনভিজ্ঞ দল নিয়ে ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া হারায় ভারত, জেতে সিরিজ।

অনভিজ্ঞ এই দলে পূজারার মতো কাউকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হতো। তিনি সেটা নিয়েছিলেনও। পুরো সিরিজে পূজারা বল খেলেন ৯২৮টি। ব্যাটিং করেছেন ২৯.২০ স্ট্রাইকরেটে। ব্রিসবেনে দ্বিতীয় ইনিংসে ফিফটি করেন ১৯৬ বলে। সিরিজের তৃতীয় টেস্টে সিডনিতে ভারত যখন প্রচণ্ড চাপে তখন দুই ইনিংসেই ফিফটি করেন পূজারা।

প্রথম ইনিংসে ৫০ রানের ইনিংস খেলেন ১৭৬ বলে, দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৭ রান করেন ২০৫ বলে। ভারত যেন প্রথম টেস্টের মতো ব্যাটিং বিপর্যয়ে না পড়ে, সিরিজের বাকি টেস্টগুলোতে সেটাই নিশ্চিত করেছেন পূজারা। কখনো সেটা স্টার্কদের বাউন্সে ডাক করে, কখনো সেটা আর্ম বা বুকে লাগিয়ে। এভাবেই পূজারা অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের হতাশ করেছেন, যে সুযোগটা অন্যপ্রান্ত থেকে নিয়েছেন ঋষভ পন্তরা।

তবে সেই পূজারা ভারতের টেস্ট দলে অনেক দিন ধরেই নেই। ভারতের হয়ে সর্বশেষ টেস্ট তিনি খেলেছেন ২০২৩ সালের জুনে, এই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। মূলত পূজারার রয়েসয়ে টেস্ট খেলার কৌশল থেকে সরে এসেছে ভারত। এখন ভারতের হয়ে ৩ নম্বরে ব্যাটিং করেন শুবমান গিল। তবে এরপরও বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফির আগে পূজারার নামটা আলোচনায়। বিশেষ করে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ধবলধোলাই হওয়ার পর। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পূজারার পারফরম্যান্সও তাঁকে আলোচনায় নিয়ে আসছে। ২৫ টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাঁর গড় প্রায় ৫০। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পূজারার ব্যাটিং গড় ৪৭.২৮।

এমন একজন দলে না থাকলে তো পেসার হ্যাজলউডের খুশি হওয়ারই কথা, 'চেতেশ্বর পূজারা না থাকায় আমি খুশি। সে অনেক সময় নিয়ে ব্যাটিং করে, উইকেটে অনেক সময় ব্যয় করে। প্রতিবার তাঁর উইকেট অর্জন করতে হয়। আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে খুব ভালো করেছে সে।' সংবাদ সম্মেলনে হ্যাজলউড আরও বলেছেন, 'আমি বলতে চাইছি, প্রথম শ্রেণির অনেক ক্রিকেটারই দলে (ভারত) আসে। ভারতীয় দলে পারফর্ম করার চাপ অনেক বেশি। তাই কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো অনেক ক্রিকেটারই আসতে থাকে, তাই সব মিলিয়ে তাদের একাদশে অবিশ্বাস্য ক্রিকেটারদের একটা মিশ্রণ থাকেই। তাই এটা খুব বেশি প্রভাব ফেলবে না, তারা সবাই বড় খেলোয়াড়।'

এখন তিনি ডক্টর মঈন আলী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেটে অসামান্য অবদান রাখায় মঈন আলীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে ইংল্যান্ডের কভেন্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয়। গত সোমবার কভেন্ট্রি ক্যাথেড্রালে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই সম্মাননা গ্রহণ করেন।

মঈন আলীর জন্ম ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস অঞ্চলের বার্মিংহামে। ১৯৯২ সালে পাবলিক ইউনিভার্সিটির মর্যাদা পাওয়া কভেন্ট্রি বিশ্ববিদ্যায়েরও অবস্থান ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসে।

৩৭ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডারকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়টি জানিয়েছে, 'ক্রিকেট খেলায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা মঈন আলীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট অব আর্টসে ভূষিত করছি। তাঁকে এই সম্মাননা জানাতে পেরে আমরা গর্বিত।'

ইংল্যান্ডের হয়ে দুটি বিশ্বকাপ (২০১৯ ওয়ানডে, ২০২২ টি, টোয়েন্টি) জিতেছেন মঈন আলী। ২০১৫ সালে জিতেছেন অ্যাশেজও। ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ১৩ ম্যাচে। তিন সংস্করণ মিলিয়ে খেলেছেন ২৯৮ ম্যাচ। করেছেন ৬৬৭৮ রান, নিয়েছেন ৩৬৬ উইকেট।

গত সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেন মঈন। খেলে যাচ্ছেন ঘরোয়া ও বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক ক্রিকেটে। কাউন্টি ক্রিকেটে নিজ অঞ্চলের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ক্লাব ওয়ারউইকশায়ার ও উস্টারশায়ারে খেলার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর।

ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার পর মঈন বলেছেন, 'কভেন্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এই চমকপ্রদ সম্মানে ভূষিত করায় আমি রোমাঞ্চিত। এর অংশ হতে পারা এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দিনটি ভাগ করে নেওয়া দারুণ ব্যাপার। আমি সব সময় আমার সাধ্যমতো সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখন আমি আর ইংল্যান্ডের হয়ে খেলি না। তবে এখনো মানুষ আমার কাছে এসে বলে তুমি খেলেছ বা তুমি যেভাবে খেলেছ, সেটা দেখেই আমি খেলি বা আমার সন্তানেরা খেলে দ এই কথাগুলোই আমার কাছে খেলাধুলায় সত্যিকারের সাফল্য।'

২০১৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওভাল টেস্টে হ্যাটট্রিক করে ইংল্যান্ডকে জেতান মঈন আলী। সেটিকে তিনি ক্যারিয়ারের সেরা ব্যক্তিগত মুহূর্ত বলেছেন।

সর্বশেষ গত অক্টোবর ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল) ফাইনালে খেলেছেন মঈন আলী। তাঁর পরবর্তী অভিযান বাংলাদেশেই। এবারের বিপিএলে তিনি চিটাগং কিংসের হয়ে খেলবেন।

মেসির পাস থেকে মার্তিনেজের গোলে জিতল আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনা ১ ০ পেরু

নিজস্ব প্রতিনিধি: বক্সের আশপাশে লিওনেল মেসিকে ওভাবে বল নিয়ে ঘুরতে দেখা নতুন কিছু নয়। বিপদ আঁচ করতে পেরে পেরুর দুই ডিফেন্ডার তাঁকে দুই পাশ থেকে আটকানোর চেষ্টা করেন। ছুটে আসেন আরও এক ডিফেন্ডার। কয়েক মুহূর্তের জন্য ত্রিভুজ আকৃতির সেই রক্ষণজালের ঠিক মাঝে মেসি। ততক্ষণে বক্সের ভেতরে ওত পেতে দাঁড়িয়ে যান লাওতারো মার্তিনেজ। হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন কিছু একটা হবেই। মেসিকে তো তাঁর চেনা! ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ; প্রতিপক্ষের রক্ষণ যেমনই হোক, বক্সের বাঁ প্রান্ত থেকে মেসি বলটা মাঝে ফেলতে পারবেন না, তা হয় না। আর মেসিও যেন আরও এক কাঠি সরেস। মার্তিনেজ কোথায় দাঁড়িয়ে সেটি কীভাবে বুঝলেন, কে জানে! বাঁ পা দিয়ে বলটা যেন চিপ করলেন, বাতাসে ভাসতে ভাসতে সেই বল যখন মার্তিনেজের সামনে, করণীয়টা বুঝে ফেলেছিলেন ইন্টার মিলান স্ট্রাইকারও।

শূন্যে লাফিয়ে চলন্ত বলেই বাঁ পায়ের কিক নেন মার্তিনেজ। বল পেরু গোলকিপার পেদ্রো গ্যালেসে তাঁর বাঁ দিকে ডাইভ দিয়েও কিছু করতে পারেননি। গোল! ৫৫ মিনিটে মার্তিনেজের এই গোলেই শেষ পর্যন্ত পেরুর বিপক্ষে ১,০ গোলের জয় তুলে নিয়েছে আর্জেন্টিনা। সর্বশেষ ম্যাচে প্যারাগুয়ের কাছে হারের পর আবারও জয়ের পথে ফিরল লিওনেল স্কালোনির দল।

মার্তিনেজের শটটিকে ঠিক সিজার কিকও বলা যায় না। বাইসাইকেল তো নয়ই। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'ক্লারিন' জানিয়েছে 'পিরোয়েত' শট। তারা আরও জানিয়েছে, মার্তিনেজের গোলটি আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ইতিহাসে ১ হাজার ৯৯৯তম গোল। মেসি নিজেও ভাগ বসিয়েছেন একটি রেকর্ডে। ছেলেদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে যুক্তরাষ্ট্রের কিংবদন্তি ল্যান্ডন ডনোভানের গড়া সর্বোচ্চ গোল বানানোর রেকর্ডে (৫৮) ভাগ বসিয়েছেন মেসি।

প্যারাগুয়ের মাঠে গিয়ে আগের ম্যাচটি ২,১ গোলে হেরেছিল আর্জেন্টিনা। বুয়েনস এইরেসে ঘরের মাঠ লা বোমবেনারো স্টেডিয়ামে জয়ে ফিরতে মরিয়া ছিল স্কালোনির দল। বোকা জুনিয়র্সের এই মাঠে জাতীয় দলের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার সাবেক মিডফিল্ডার হুয়েন রোমান রিকেলমে। শুরু থেকেই আর্জেন্টিনা যে দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে, তা নয়। তবে জয়ের খিদেটা বোঝা গেছে ম্যাচের পুরো সময়েই।

পেরুর গোলপোস্ট তাক করে পুরো ম্যাচে আর্জেন্টিনার ৩টি শট নেওয়ার পরিসংখ্যানে অবশ্য ব্যাপারটা পুরোপুরি বোঝা যায় না। পেরু অবশ্য একটি শটও নিতে পারেনি। ২টি শট নিলেও তা

পোস্টে ছিল না। আর্জেন্টিনা নিয়েছে মোট ১০টি শট। এর মধ্যে প্রথমার্ধে মার্তিনেজের পাস থেকে একটি শট পোস্টে মেরেছেন হুলিয়ান আলভারেজ।

প্রথমার্ধের ৪ মিনিটেই নিকোলাস তালিয়াফিকো গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর শট পোস্টের ওপর দিয়ে যায়। ২২ মিনিটে মেসির ৩৫ গজ দূরত্বের শটেরও একই ভাগ্য হয়েছে। এর ২ মিনিট পরই অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারও পোস্টের বাইরে হেড করেন।

প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ২ মিনিট আগে মেসির শট রুখে দেন গ্যালেসে। এই অর্ধের যোগ করা সময়েও ম্যাক অ্যালিস্টার হেড করেছেন পোস্টের বাইরে।

গোল পেতে মরিয়া আর্জেন্টিনার পোস্টের বাইরে বল মারার 'বদভ্যাস' বজায় ছিল ৬১ মিনিটেও। এবারে মার্তিনেজ। তবে তার আগেই গোল করে ডিয়েগো ম্যারাডোনাকে ছুঁয়ে ফেলেন মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডল 'সিলেকশন আর্জেন্টিনা' থেকে করা পোস্টে জানানো হয়, মার্তিনেজ এবং ম্যারাডোনার গোলসংখ্যা এখন সমান, ৩২। দুজনেই এখন আর্জেন্টিনার জার্সিতে পঞ্চম সর্বোচ্চ গোলদাতা।

দ্বিতীয়ার্ধের শেষ ২০ মিনিটে মেসি ও মার্তিনেজ আরও দুটি গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি। জয়ের পাশাপাশি ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চল থেকে শীর্ষস্থান নিয়েও বছর শেষ করল আর্জেন্টিনা। ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে স্কালোনির দল। সমান ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় উরুগুয়ে। ব্রাজিলের সঙ্গে আজ ১,১ গোলে ড্র করেছে মার্সেলো বিয়েলসার দল।

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ ৬ দল সরাসরি খেলবে বিশ্বকাপে। সপ্তম দলটিকে দিতে হবে প্লে অফ পরীক্ষা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**